Contents

দশম বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

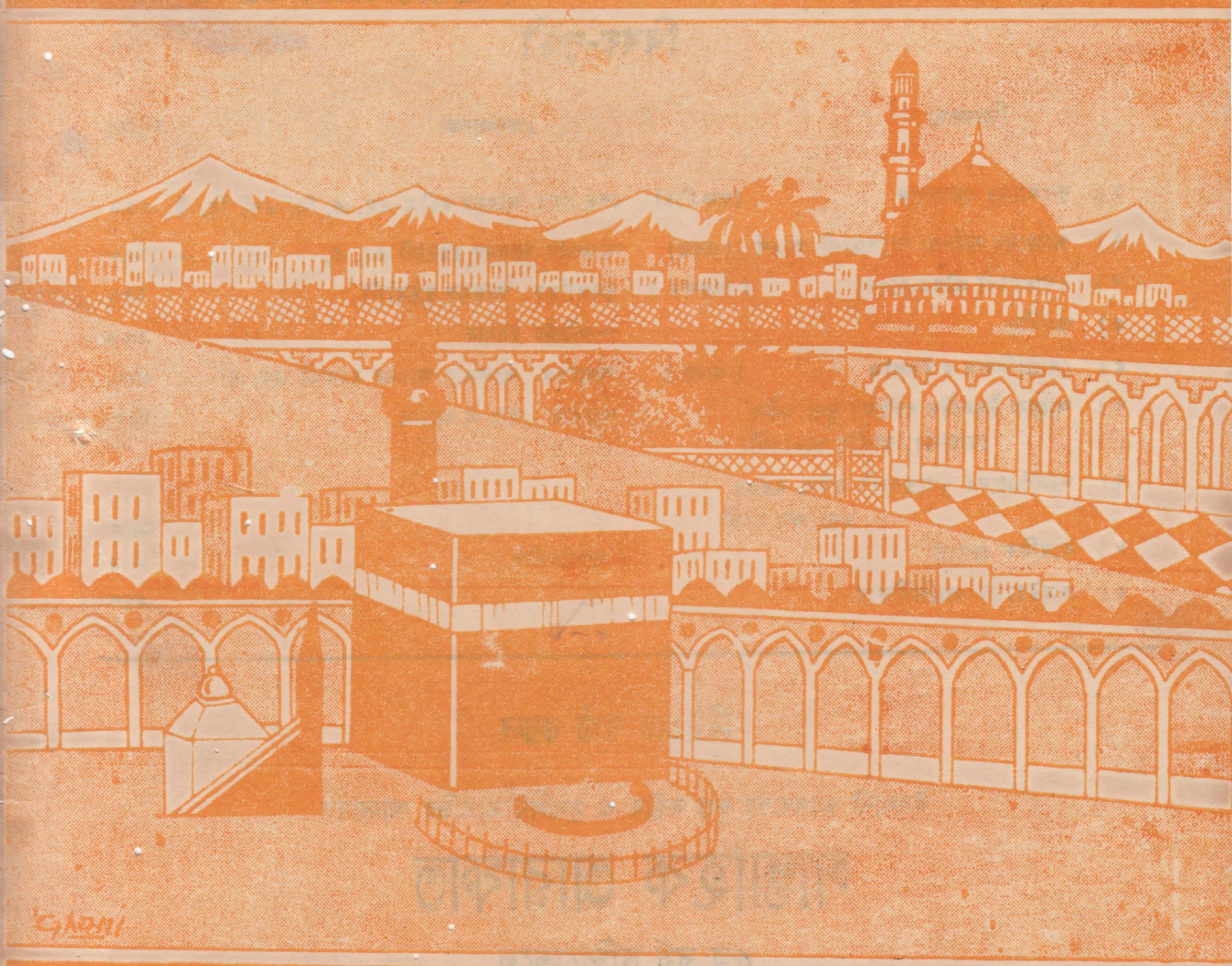

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আকতার আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

দশম বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৬৮ বাং ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ, ১৯৬২ ইং

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা।
১।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	২৪৯
২।	আমাদের সাহিত্য পাকিস্তানী আদর্শ	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ, ...	২৫৮
৩।	মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	২৬১
৪।	তকলীদ		—মতিউর রহমান	২৬৯
৫।	সোশ্যালিজম ও ইসলাম	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	২৭৭
৬।	আল্লামা ইসমাঈল শহীদের মূলঃ ডক্টর মোহাম্মদ বাকীর রচনাবলী		অনুবাদ মোঃ এ রহমান	২৭৮
৭।	আদর্শবাদের যুগান্তকারী মহিমা মরহুম মওঃ আঃ কাদী			২৮৩
৮।	সাময়িক প্রসংগ		(সম্পাদকীয়)	২৮৯
৯।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার			২৯৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৫ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি, টি

বার্ষিক মূল্য : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	এপ্রিল-মে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ, যেলকদ-যেলহজ ১৩৮১ হিঃ, বৈশাখ-জৈষ্ঠ, ১৩৬৯ বংগাব্দ	ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

নবম রুকু’ ঃ আয়াত ৭২—৮৬

٧٢) وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ
فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

৭২। আর [হে য়াহুদীগণ, স্মরণ কর] যখম তোমরা একজন লোককে হত্যা করিয়া ঐ ব্যাপারে একে অন্যের উপরে দোষ চাপাইতে ছিলে তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে তাহা আল্লাহ প্রকাশকারী হইলেন।

٧٣) فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا' كَذٰلِكَ

৭৩। অনন্তর আমি বলিয়াছিলাম, “তোমরা নিহত লোকটিকে [যবহ করা] গাভিটির কোনও

www.ahlehadeethbd.org

يحي الله الموتى ويريكم ايته لعلكم
تعقلون

(٧٤ ثم قست قلوبكم من بعد
ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من
الحجارة لما يتفجر منه الانهر وان منها
لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما
يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما
تعملون

অংশ দ্বারা আঘাত কর[৬৯]—ইহার অনুরূপ পদ্ধতিতে আল্লাহ মৃতদেহের প্রাণদান করেন এবং তোমাদের নিজ [কুদরতের] নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন—হয় তো তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিবে।

৭৪। তারপর, ঐ ঘটনার পর তোমাদের অন্তর আবার কঠিন হইল[৭০]। অনন্তর উহা পাথরের মত—বরং তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইল। কারণ [পাথর কঠিন হইলেও] কোন কোন পাথরের গাত্রদেশ বহিয়া নদী ছুটিয়া চলে, এবং কোন কোন পাথর বিদীর্ণ হইয়া তাহা হইতে পানির [ফোয়ারা] নির্গত হয়; আবার কোন কোন পাথর আল্লার ভয়ে নীচে গড়াইয়া পড়ে।[৭১] আর যাহা কিছুই কর সে সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নহেন।

৬৯। এখানে এই কথাগুলি উহ্য আছে। "অনন্তর তাহারা তাহাই করিল। ফলে, নিহত লোকটি প্রাণবান হইয়া উঠিল।"

তফসীরকারগণ বলেন, নিহত লোকটি পুনরায় প্রাণবান হইয়া বলিয়াছিল যে, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রই তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। এই কথা বলিয়া সে আবার প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

মৃতকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য অথবা অন্য কিছু করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কোন কিছুর সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না—প্রয়োজন হইতে পারেনা। এই ঘটনায় যবহ করা গাভীর অংশ বিশেষ দ্বারা আঘাতের যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল তাহা একটা উপলক্ষ মাত্র। তাহার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই দুন্য়াকে 'আলমে-আসবাব' عالم اسباب করিয়াছেন। এই দুন্য়াতে প্রত্যেক বিষয়ের সংযোগ বাহ্যতঃ এমন কোন কারণের সহিত স্থাপিত করা হয় যাহার সহিত ঐ বিষয়ের বাস্তব সংযোগ মানুষ সাধারণতঃ নিজ বুদ্ধিবলে কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই কারণেই নদী প্রবাহিত করিবার জন্য পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং এই কারণেই সমুদ্রে পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য সমুদ্রের উপরে লাঠির আঘাত করিতে বলা হইয়াছিল। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সঃ-র পানি-বৃদ্ধি সম্পর্কিত মু'জিযাগুলি অল্প পরিমাণে পানিকে আশ্রয় করিয়া সংঘটিত হওয়াও এই পর্যায়ে পড়ে। হযরত 'ঈসা আঃ-র জন্ম ব্যাপারে এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল বলিয়া দুন্য়াতে কত লোকই না গুম্‌রাহ হইল।

এই ঘটনায় উল্লিখিত গাভীর অংশবিশেষকে উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক রহস্য বর্ণনা করিয়াছেন।

৭০। 'তোমাদের অন্তর কঠিন হইল' এই বাক্যে 'তোমাদের' বলিয়া মূসা আঃ-র যমানার ঈসরাঈলীয়-গণও উদ্দিষ্ট হইতে পারে, আবার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সঃ-র যমানার ইসরাঈলীয়গণও উদ্দিষ্ট হইতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ হইবে এইরূপঃ—'নিহত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লোকটি তাহার হত্যাকারীর নাম বলিয়া যখন আবার মরিয়া গেল তখনও হত্যাকারী বলিয়া মীমাংসিত ব্যক্তিগণ হত্যাপরাধ অস্বীকার করিতে লাগিল। এমন একটি ঘটনা দেখিবার পরেও তাহাদের অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠোর হইয়া রহিল।' দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হইবে এইরূপঃ 'এই ঘটনা দেখিবার পর ইসরাঈলীয়গণ হযরত মুসা আঃ-র হাতে এবং পরবর্তী ইসরাঈলীয় নবীদের হাতে আল্লাহ তা'আলার আরও বহু নিদর্শন দেখিল। অবশেষে তাহারা শেষ নবী হযরত মহাম্মদ সঃ-র হাতেও আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন দেখিল। কিন্তু এত সব দেখিবার পরেও তাহাদের অধিকাংশের অন্তর কঠিন হইয়াই রহিল।

৭২। 'কোন কোন পাথর আল্লার ভয়ে নীচে গড়াইয়া পড়ে' এই বাক্যটি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে যে, পাথর অচেতন পদার্থ। কাজেই পাথরের মধ্যে ভয় বলিয়া কোন অনুভূতিও থাকিতে পারে না এবং তাহার গড়াইয়া পড়িবারও কোনও ক্ষমতা নাই। তবে এই বাক্যের তাৎপর্য কী?

জওয়াব—বাক্যস্থিত কোন কোন পাথর বলিয়া যদি ঐ নির্দিষ্ট পাহাড়টির পাথর উদ্দিষ্ট হয় যে পাহাড়ে হযরত মূসা আঃ আল্লাহর দর্শনে গিয়াছিলেন তবে এই বাক্য সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ ঐ পাহাড়ের পাথরগুলি যে বাস্তবিকই আল্লার ভয়ে গড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা অবিসম্বাদিত যথার্থ ঘটনা।

কিন্তু 'কোন কোন পাথর' বলিয়া যদি যে কোন পাথর উদ্দিষ্ট ধরা হয় তাহা হইলে-এই বাক্যের তাৎপর্য এবং কুর্আন মজীদে উল্লিখিত অনুরূপ বাক্যগুলির তাৎপর্য সম্পর্কে তফসীরকারগণের মতানৈক্য দেখা যায়।

প্রথম মত—আমাদের বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা পাথরকে অচেতন পদার্থ মনে করি। এই ধারণা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়। বস্তুতঃ প্রত্যেক প্রকার সৃষ্টির মধ্যে এক প্রকার চেতনাশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই চেতনাশক্তির মান সর্বত্র একরূপ নয়। মানুষের চেতনাশক্তির ও উদ্ভিদের চেতনাশক্তি যেমন একরকম নয়, সেইরূপ পাথরের চেতনাশক্তিও মানুষের অথবা উদ্ভিদের চেতনাশক্তির অনুরূপ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এমন কোন পদার্থই নাই যাহা আল্লার প্রশংসা সহকারে তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা না করে—কিন্তু তোমরা তাহাদের তস্বীহের স্বরূপ বুঝ না।" —সূরা বাণী ইসরাইল, ৪৪। আল্লাহ তা আলা আরও বলেন, "আমি যদি এই কুরআনকে কোনও পাহাড়ের উপর নাযিল করিতাম, তাহা হইলে আপনি পাহাড়কে আল্লার ভয়ে আকুলি-বিকুলি করিতে ও লণ্ড-ভণ্ড হইতে দেখিতেন।"—সূরা আল্-হাশর, ২১।

তারপর নবী করীম সঃ খেজুরগুঁড়ি ছাড়িয়া মিম্বারের উপরে খুতবা দেওয়া আরম্ভ করিলে ঐ গুঁড়ি হইতে কান্না ও গোঙ্গানির আওয়ায বাহির হওয়া, হযরতের পয়গম্বরীর প্রথম দিকে হযরতের উদ্দেশ্যে মক্কার কোন কোন পাথরের সালাম নিবেদন করা, প্রভৃতি ঘটনা থেকে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে চেতনা শক্তি বর্তমান রহিয়াছে।

এই সকল আয়াত ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক দল তফসীরকার বলেন যে, আল্লাহ-তা'আলার উদ্দেশ্যে কোন কোন পাথরের মধ্যে সত্য সত্যই ভয়ের উদ্রেক হয় এবং ঐ ভীতিবশতঃ কোন কোন পাথর সত্য সত্যই পর্বত গাত্র হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নে পতিত হয় কিন্তু আমরা তাহাদের ঐ ভীতির স্বরূপও বুঝিনা এবং কোন্ পাথরটি যে ভীতির কারণে নিম্নে পতিত হইল তাহাও উপলব্ধি করিতে পারি না। আয়াতে এ কথা বলা হয় নাই যে, যে পাথরই নিম্নে পতিত হয় সেই আল্লার ভয়ে পতিত হইয়া থাকে—বরং এই কথা বলা হইয়াছে যে, যে সকল পাথর নিম্নে পতিত হয় তাহাদের কোন কোনটির পতনের কারণ আল্লার ভীতি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মত—অপর দল তফসীরকার ইহার প্রকাশ অর্থ ত্যাগ করিয়া ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তারপর, তাঁহারা ভাবার্থ নির্ধারণে আবার দুই দল হইয়া পড়েন। এক দলের মতে ভাবার্থ এইরূপ—চেতনা-বিবেকসম্পন্ন লোকের অধোমুখে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৭৫) أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ۔

৭৬) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون

৭৫। [হে নবী ও হে মুমিনরা] য়াহুদী জাতীর যে দলই আল্লার কালাম শুনিয়া থাকে[৭২] সেই দলই পরে উহার অর্থ-তাৎপর্যাদি বুঝিয়া লইবার পরে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে উহার অপলাপ (তহ্‌রীফ)[৭৩] করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় ঐ য়াহুদীগণ[৭] তোমাদের [যথার্থ পথের অনুসারী হওয়া] সম্পর্কে ঈমান রাখিবে এই অভিলাষ কি তোমরা রাখিতে পার ? [কখনই না]।

৭৬। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের সহিত যখন ঐ [য়াহুদী] লোকগণ সাক্ষাৎ করে তখন ঐ [য়াহুদী] লোকগণ বলে, "আমরা ঈমান আনিয়াছি" আর যখন তাহারা পরস্পরে গোপনে মিলিত হয় তখন তাহারা বলাবলী করে "আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা বিবৃত করিয়াছেন[৭] তাহা তোমরা কেন তাহাদের বলিতে যাও— যাহাতে তাহারা উহা তোমাদের রবের সামনে প্রমাণে ব্যবহার করিয়া তোমাদের পরাস্ত করিতে পারে ? তোমাদের কি কোন বুদ্ধি-শুদ্ধিও নাই !

পতনকে যেহেতু ভয় ও আত্মসমর্পণের চিহ্নরূপে গ্রহণ করা হয় তাই যে কোন পাথরের পতনকে আল্লার ভীতির সহিত বিজড়িত বলিয়া আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভাবার্থবাদীদের দ্বিতীয় দল বলেন যে, ভূমিকম্পের কারণে পাথরের পতন সম্পর্কে এই কথা বলা হইয়াছে। তারপর, ভূমিকম্প হলেই মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয় জাগিয়া থাকে বলিয়া ভূমিকম্পজনিত পাথর-পতনকে আল্লার ভীতির সহিত বিজড়িত বলিয়া আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমার তুচ্ছ মতে প্রথম তফসীরই সমধিক গ্রহণযোগ্য।

৭২। আল্লার কালাম শুনিবার তাৎপর্য এখানে দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম তাৎপর্য এই—হযরত মূসা আঃ-এর সহিত সত্তর জন য়াহুদী নেতার পাহাড়ে গিয়া আল্লাহ-তা'আলার বাণী শ্রবণ করা। দ্বিতীয় তাৎপর্য—তাওরাতে লিখিত আল্লার কালাম যখন কোন পাঠক তিলাওৎ করে তখন তাহা শ্রবণ করা।

৭৩। আল্লার কালাম শব্দে অথবা বাক্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও অপসারণ সাধনকে যেমন তহ্‌রীফ বলা হয় সেইরূপ আল্লার কালামের অসঙ্গত বিকৃত, মনগড়া ব্যাখ্যাকেও তহ্‌রীফ বলা হয়। য়াহুদী 'আলিমগণ তাওরাতে উভয় প্রকারের তহ্‌রীফই করিত।

তহরীফ ব্যাপারে হযরত মূসা আঃ-র যমানার য়াহুদী আলিমগণ যেমন পটু ছিল, পরবর্তী যমানার এবং নবী করীম সঃ-র যমানার য়াহুদী আলিমগণও সেইরূপ পটু ছিল! হযরত মূসা আঃ-র যমানায় যে সত্তর জন য়াহুদী নেতা আল্লার কালাম শুনিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিয়া য়াহুদীদের আল্লার বাণী শুনাইবার সময়ে শেষে তাহাদের মনগড়া এই কথাটি যোগ করিয়া দিয়াছিল—"আল্লাহ বলিলেন, এই সকল হুকম তোমরা যদি পালন করিতে পার তবে পালন করিও, আর যদি উহা পালন না করিতে ইচ্ছা হয় তবে পালন করিও না।"আর নবী করীম সঃ-র যমানার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৭৭) اولا يعلمون ان الله يعلم
مايسرون وما يعلنون

৭৭। তাহারা যাহা কিছু গোপন রাখে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে সবই আল্লাহ যে নিশ্চিতভাবে জানেন, ইহা কি তাহারা জানেনা, বুঝে না ? [নিশ্চয় তাহারা ইহা খুব ভালরূপেই অবগত আছে]।

৭৮) ومنهم اميون لايعلمون الكتب
الا امانى وان هم الا يظنون

৭৮। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা নিরক্ষর তাহারা [তাওরাৎ] কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না—তাহারা রাখে শুধু অলীক আশা[৭৬] এবং তাহারা শুধু অনুমানই করিয়া থাকে।[৭৭]

৭৯) فويل للذين يكتبون
الكتب بايديهم ثم يقولون
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم
مما يكسبون

৭৯। কাজেই ঐ লোকদের সর্বনাশ যাহারা নিজ হাতে তাওরাৎ [বলিয়া যাহা খুশী তাহাই রচনা করে ও] লিপিবদ্ধ করে এবং পরে উহার সাহায্যে তুচ্ছ [পার্থিব] সম্পদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বলে, "ইহা আল্লার নিকট হইতে [আগত]।" অনন্তর তাহাদের হাতে যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার কারণেও তাহাদের সর্বনাশ এবং তাহারা [এই ভাবে] যাহা আহরণ করে তাহার কারণেও তাহাদের সর্বনাশ [অবধারিত]।[৭৮]

য়াহুদী আলিমদের তহ্‌রীফের কথা ! তওরাতে বিধান ছিল যে, বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিলে প্রস্তরাঘাতে তাহাদেরে হত্যা করাই তাহাদের দণ্ড। নবী করীম সঃ-র যমানার য়াহুদী আলিমগণ তাওরাতের ঐ বিধান গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর, তওরাতে শেষ নবী হযরত মুহম্মদ সঃ সম্পর্কে যে সব বিবরণ ছিল তাহাও তৎকালীন য়াহুদী আলিমগণ গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এই ভাবে য়াহুদী আলিমগণ সকল যুগেই আল্লার কালামের তহরীফ করিয়া আসিয়াছে।

৭৪ অর্থাৎ নবী করীম সঃ-র যমানার য়াহুদীরা।

৭৫ অর্থাৎ শেষ নবী হযরত মুহম্মদ সঃ সম্বন্ধে তওরাতে বর্ণিত বিষয় ও বিবরণগুলি।

৭৬ য়াহুদীদের কয়েকটি অলীক আশা এই : ১। য়াহুদী ছাড়া আর কেহই জান্নাতে যাইবেনা। ২। আখিরাতে আগুন তাহাদিগকে মাত্র কয়েক দিনের জন্যই শুধু স্পর্শ করিবে।

৭৭ অর্থাৎ ধর্মীয় কোনও ব্যাপারে তাহাদের যথার্থ জ্ঞান একেবারেই নাই।

৭৮ তফসীরকারগণ বলেন : য়াহুদী 'আলিমগণ সকল যুগেই নিরক্ষর য়াহুদী জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব করিত এবং তাহাদের পৌরহিত্য করিয়া যাহা কিছু পাইত তাহা দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিত। নবী করীম সঃ-র আগমনের ফলে য়াহুদী 'আলিমগণ আশঙ্কা করিতে লাগিল যে, য়াহুদী জনসাধারণ যদি ইসলাম কবুল করিয়া বসে তাহাহইলে জনসাধারণ তাহাদের হাতছাড়া হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে য়াহুদী 'আলিমদের আয়ের পথ রুদ্ধ হইবে। তাই য়াহুদী জনসাধারণ যাহাতে ইসলাম কবুল না করে এই উদ্দেশ্যে য়াহুদী 'আলিমগণ এক ফন্দী স্থির করিল। তওরাতে নবী করীম সঃ সম্বন্ধে যেখানে এই বিবরণ ছিল যে, 'শেষ নবী মধ্যম

www.ahlehadeethbd.org

(৮০ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما
معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن
يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا
تعلمون

(৮১ بلى من كسب سيئة واحاطت
به خطيئته فاولئك اصحب النار هم
فيها خلدون

৮০। আর তাহারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদের মাত্র কয়েক দিন ছাড়া আর কিছুতেই স্পর্শ করিবে না। [হে নবী, তাহাদের] বলুন, "তোমরা কি আল্লার তরফ হইতে [এই মর্মে] কোন প্রতিশ্রুতি লইয়াছ ?—আর তাই কি [তোমরা মনে কর যে,] তিনি ঐ প্রতিশ্রুতির বর-খেলাফ করিবেন না ? অথবা তোমরা যাহা জাননা তাহাই কি আল্লাহর উপরে আরোপ করিতেছ ?" ৭৯

৮১। না ; ব্যাপার ইহা নয়। বরং যে ব্যক্তি একটি [গুরুতর] অন্যায় কাজ আহরণ করে এবং যাহাকে তাহার অপরাধ পরিবেষ্ঠিত করিয়া ফেলে তাহারাই [জাহান্নামের] আগুনের সঙ্গী—তাহারাই তাহাতে দীর্ঘকাল অবস্থানকারী হইবে। ৮০

আকৃতির হইবেন এবং তাঁহার চোখের তারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে' সেখানে য়াহুদী 'আলিমগণ উহা পরিবর্তন করিয়া লিখিল যে, শেষ নবী দীর্ঘকায় হইবেন এবং তাঁহার চোখের তারা পিঙ্গলবর্ণ হইবে'। তাহার পরে, যখনই মূর্খ নিরক্ষর য়াহুদীরা তাহা-দের 'আলিমদের নিকটে শেষ নবীর বিবরণ জানিতে চাহিত তখন 'আলিমগণ অম্লান বদনে বলিত, "এই তো তাওরাতে বর্ণিত রহিয়াছে—আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, শেষ নবী দীর্ঘকায় হইবেন এবং তাঁহার চোখের তারা পিঙ্গলবর্ণ হইবে।" অনন্তর জন-সাধারণ য়াহুদী নবী করীম সঃ-র সহিত এ বিবরণের গরমিল দেখিয়া নবী করীম সঃ কে শেষ নবী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতনা এবং তাহার ফলে তাহারা য়াহুদীই থাকিয়াই যাইত।

৭৯ য়াহুদীগণ দাবী করিত যে, তাহাদের সকলকেই মাত্র সাত দিন অথবা মাত্র চল্লিশ দিন জাহান্নামে বাস করিতে হইবে। উহার পরে তাহা-দের সকলকেই জান্নাতে লইয়া যাওয়া হইবে। অনন্তর তাহারা জান্নাতে অনন্তকাল বাস করিবে। য়াহুদীদের এই দাবী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সঃ-কে এই ভাবে প্রতিবাদ করিতে বলেন যে, তাহাদের ঐ দাবীর ভিত্তি ও প্রমাণ কোথায় ? আল্লাহ তায়ালা তো তাহাদের এই মর্মে কোন প্রতিশ্রুতিও দেন নাই এবং এমন কোন কথাও বলেন নাই। আল্লাহ তা'আলা যদি তাহাদেরে এই প্রকারে কোন প্রতিশ্রুতি দিতেন তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত যে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং তিনি যেহেতু প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া থাকেন কাজেই তাহাদের দাবী সঙ্গত ও যথার্থ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এই প্রকার প্রতিশ্রুতি আসার যখন কোনই প্রমাণ নাই তখন ইহা সুনিশ্চিত ও অবধারিত যে, তাহারা আল্লার দোহাই দিয়া এমন একটি ভিত্তিহীন দাবী প্রচার করিতেছে যাহা একেবারে জ্ঞান বিবেক-বিরুদ্ধ।

৮০ আয়াতে 'খুলুদ-ফিন-নার' বা দীর্ঘকাল জহান্নাম-বাস শাস্তির উল্লেখ প্রসঙ্গে ঐ শাস্তির দুইটি কারণও বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম কারণ বলা হইয়াছে 'একটি অন্যায় কাজ সম্পাদন।' একটি অন্যায় কাজ বলিয়া যে কোন অন্যায় বুঝাইতে পারেনা। কারণ যে কোন সামান্য অন্যায়ের জন্য গুরুতম দণ্ডদান আল্লাহ তা'আলার 'আদল ও ন্যায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٨٢) والذين امنوا وعملوا الصلحت
اولئك اصحب الجنة هم فيها خلدون

٨٣) واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل
لاتعبدون الا الله وبالوالدين احسنا وذى
القربى واليتمى والمسكين وقولوا للناس
حسنا واقيموا الصلوة واتوا الزكوة ثم
توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون

৮২। আর যাহারা ঈমান রাখিয়া মঙ্গলজনক কাজ করিয়া চলিয়াছে তাহারা জান্নাতের অধিবাসী—তাহারা সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থানকারী হইবে।

৮৩। আর [হে য়াহূদীগণ, স্মরণ কর] যখন আমি ইসরাইল বংশীয়দের এই মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়াছিলাম, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের 'ইবাদত করিবে না এবং পিতামাতার সহিত যথাসাধ্য সদয় ব্যবহার করিবে—আর আত্মীয়স্বজন য়াতীম ও দুঃস্থদের সহিতও [সদয় ব্যবহার করিবে]।

আরও [আমি তাহাদের আদেশ করিয়াছিলাম,] তোমরা লোককে ভাল কথা বল,[৮৩] নিয়মিতভাবে নমায পড় এবং যকাত দান কর।' পরে তোমাদের[৮৪] অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা আর সকলেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়াছিলে। আর তোমরা তো অমান্যকারী আছই।

বিচারের পরিপন্থী। কাজেই একটি অন্যায় কাজ বলিয়া গুরুতম অন্যায় কাজটি বুঝানই যুক্তিসঙ্গত। আর গুরুতম অন্যায় কাজ হইতেছে '**শির্ক**'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় শির্ক একটি গুরুতর অন্যায় কাজ—"৩১—সূরা লুকমান ১৩। অতএব খুলুদ-ফিন্-নার বা দীর্ঘকাল জাহান্নাম বাসের প্রথম কারণ হইল **শির্ক**।

আর দ্বিতীয় কারণে বলা হইয়াছে 'অপরাধ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া।' মুমিন যতই অন্যায় করুক না কেন তাহার অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি অব্যাহত থাকে বলিয়া মুমিন কিছুতেই অপরাধ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। কেবলমাত্র কাফিরই অপরাধ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে পারে। কাজেই দীর্ঘকাল জাহান্নাম বাসের দ্বিতীয় কারণ হইল '**কুফর**'।

এই আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইহ যে, গুনাহগার মুমিনকে খুলুদ-ফিন্-নার বা জাহান্নামে দীর্ঘকাল-বাসের শাস্তি দেওয়া হইবে না। এই শাস্তি কেবলমাত্র কাফির ও মুশরিকদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে

৮১ এই আয়াতে এবং এই প্রকার বহু আয়াতে ঈমান ও 'আমলের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান ও 'আমল দুই-টি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার। 'আমল মূলতঃ ঈমানের অপরিহার্য অংশ নয়। ঈমান ছাড়াও 'আমলের অস্তিত্ব যেমন সম্ভব, সেইরূপ 'আমল ছাড়াও ঈমানের অস্তিত্ব সম্ভব। তফাৎ এই যে, ঈমান 'আমলবিবর্জিত হইলে ঐ ঈমানের প্রতিদান দুন্য়াতেও পাওয়া যাইবে—আখিরাতেও পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, 'আমল ঈমান বিবর্জিত হইলে ঐ 'আমলের প্রতিদান দুন্য়াতে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু আখিরাতে ঐ 'আমলের কোনই প্রতিদান পাওয়া যাইবে না।

৮২। সাধারণতঃ পিতৃকুলের আত্মীয়দিগকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৮৪) واذ اخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون

৮৪। আরও [হে য়াহূদীগণ, স্মরণ কর] যখন আমি এই মর্মে তোমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়াছিলাম যে, 'তোমরা নিজেদের রক্তপাত করিবে না[৮৬] এবং তোমরা তোমাদের নিজেদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বাহির করিবে না[৮৭] এবং তোমরা ইহা মানিয়াও লইয়াছিলে' —আর তোমরা [৮৮]তো সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া থাক।

(৮৫) ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسرى

৮৫। পরে তোমরা এমন হইলে যে, তোমরাই নিজেদের [লোকদেরে] হত্যা করিয়া চলিতেছ এবং তোমাদের কোন একটি দলের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার অনুষ্ঠানে তোমরা বাকী সকলে সহযোগিতা করিয়া ঐ দলটিকে তাহাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতেছ। আর তাহারা যদি

ذوالقربى 'যাবুল-কুর্‌বা' এবং মাতৃকুলের আত্মীয়-ذوالارحام দিগকে 'যাবুল-আর্‌হাম্‌' বলা হইলেও ذوالقربى এখানে বলিয়া উভয় প্রকার আত্মীয়কেই বুঝান হইয়াছে।

বালক-বালিকা যদি নাবালক অবস্থায় পিতৃহীন হয় তবে ঐ বালক-বালিকাকে য়াতীম বলা হয়। সাবালক হইবার পরে কেহ য়াতীম থাকে না।

৮৩। ভাল কথা বলার তাৎপর্য এই : যে কথা বলিলে লোকের উপকার হয় সেই কথা বল। সঙ্গত ও ন্যায় কাজ করিবার জন্য উৎসাহিত কর এবং অসঙ্গত ও অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ কর।

৮৪। এখানে 'তোমাদের' বলিয়া হযরত মূসা আঃ-র যমানার ইসরাঈলীয়দের দিকেও ইঙ্গিত হইতে পারে এবং নবী করীম সঃ-র যমানার ইসরাঈলীয়দের দিকেও ইঙ্গিত হইতে পারে। অর্থাৎ হযরত মূসা আঃ-র যমানার অল্প সংখ্যক ইসরাঈলীয় ঐ আটটি আদেশ পালন করিয়াছিল এবং অধিকাংশ ইসরাঈলীয় ঐ আদেশগুলি অমান্য করিয়াছিল। সেইরূপ নবী করীম সঃ-র যমানারও অল্প সংখ্যক ইসরাঈলীয় উহা পালন করে আর বাকী সকলেই উহা অমান্য করিয়া থাকে।

৮৫। এখানে 'তোমরা' বলিয়া নবী করীম সঃ-র যমানার য়াহুদীদের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৮৬। নিজেদের রক্তপাত করার তাৎপর্য আত্ম-হত্যা নয়। ইহার তাৎপর্য হইতেছে 'নিজেদের লোকদের হত্যা করা।' যে দল নিজ লোকদেরে হত্যা করে তাহাতে সেই দলের শক্তি হ্রাস হয়। তখন শত্রুগণ তাহাদিগকে সহজেই হত্যা করিয়া ফেলে। আবার প্রতিশোধ অথবা বিচারমূলেও তাহাদের প্রাণ-দণ্ড হইয়া থাকে। নিজ লোকদের হত্যাকারী এই দুই ভাবে নিজেদের প্রাণ নাশের কারণ হয় বলিয়া নিজ লোকদেরে হত্যা করাকে নিজেদের রক্তপাত করা বলা হইয়াছে।

৮৭। **নিজেদেরে** দেশ হইতে বাহির করার তাৎপর্য হইতেছে **নিজ লোকদেরে** দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। নিজ লোকদেরে দেশ হইতে বিতা-ড়িত করিতে থাকিলে নিজেদের শক্তি হ্রাস হইতে থাকে। ফলে, অপর জাতি ঐ দেশ দখল করিয়া আদি বাসিন্দাদেরে ঐ দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়। এই ভাবে বিতাড়ণকারীগণ নিজেরাই নিজেদের বিতাড়িত হওয়ার কারণ হয় বলিয়া **নিজ লোকদেরে** দেশ হইতে বাহির করাকে **নিজেদেরে** বাহির করা বলা হইয়াছে।

৮৮। এখানে তোমরা বলিয়া নবী করীম

www.ahlehadeethbd.org

تفدوهم وهو محرم عليكم اخراجهم' افتؤمنون

ببعض الكتب وتكفرون ببعض' فما جزاء من

يفعل منكم الا خزى فى الحيوة الدنيا ويوم

القيمة يردون الى اشد العذاب' وما الله

بغافل عما تعملون

٨٦) اولئك الذين اشتروا الحيوة

الدنيا بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم

ينصرون

বন্দী অবস্থায় তোমাদের নিকটে আসে তবে তোমরা তাহাদের মুক্তিমূল্য দিয়া থাক—অথচ তাহাদেরে দেশ হইতে বাহির করাই তোমাদের পক্ষে হারাম।[৮৯] তবে এ কী কথা। তোমরা কিতাবের অংশবিশেষের প্রতি তো ঈমান রাখ, আর উহার অংশবিশেষ সম্বন্ধে কুফর করিয়া থাক! তোমাদের যে যে লোক ইহা করিয়া থাকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাভোগই তাহাদের উপযুক্ত প্রতিদান [৯] এবং কিয়ামৎকালে তাহারা অধিকতর কঠোর শাস্তির দিকে নীত হইবে। আর তোমরা যাহা করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ উদাসীন নহেন।

৮৬। উহারা সেই লোক যাহারা আখিরাত ছাড়িয়া পার্থিব জীবন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। ফলে, তাহাদের শাস্তি হ্রাস করাও হইবে না এবং তাহাদের সাহায্যও করা হইবে না।

সঃ-র যমানার য়াহূদীদিগের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৮৯। এই আয়াতে যে ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা এই:—মদীনার আদি অধিবাসিগণ দুই গোত্রে বিভক্ত ছিল—আওস ও খায্‌রাজ। প্রাধান্য ও মাতব্বরী লইয়া এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বেশ রেষারেষি ছিল এবং সামান্য সামান্য কারণে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। মদীনায় ও মদীনার উপকণ্ঠে আওস-খায্‌রাজ ছাড়া বহু য়াহূদীও বাস করিত। তাহাদের মধ্যে য়াহূদী বানূ কুরাইযা ও য়াহূদী বানূ নাযীর গোত্রদ্বয় পরস্পরের প্রতি খড়্‌গ-হস্ত ছিল। অনন্তর আওস গোত্রের সহিত বানূ কুরাইযা ও খায্‌রাজ গোত্রের সহিত বানূ নাযীর মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে, আওস ও খায্‌রাজের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে ঐ য়াহূদী গোত্রদ্বয় নিজ নিজ মিত্রশক্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে যোগদান করিত। যুদ্ধ শেষে পরাজিত দলের যে সকল লোক বন্দী হইয়া পড়িত তাহাদের মধ্যে অনেক য়াহূদীও থাকিত। তখন বিজেতা দলের য়াহূদীগণই ঐ য়াহূদী বন্দীদের মুক্তি মূল্য দিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিত। অর্থাৎ যে য়াহূদীগণ বন্দী করিত তাহারাই তাহাদের বন্দীকৃত য়াহূদীদের মুক্তিমূল্য দিত। কী অসমঞ্জস ব্যাপার! যাহাদেরে দেশ হইতে বাহির করাই হারাম তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ আসে না অথচ কোন য়াহূদী বন্দী হইলে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহারাই আবার মুক্তিমূল্য দিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহাদের এই আজব আচরণ সম্পর্কে তাহারা এই কৈফিয়ৎ দিত,—যে কোন য়াহূদী বন্দী হইলে তাহার উদ্ধার সাধনে যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য তাওরাতে আমাদিগকে হুকুম করা হইয়াছে। সেই জন্য আমরা ইহা করিয়া থাকি। আর য়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা। উহা আমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা লাচার। মিত্রতা-চুক্তি রক্ষা করিতে গিয়া ঐ হুকুমটি আমাদেরে অমান্য করিতে হইতেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন; তোমাদের এ কী আচরণ। তওরাতের

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের সাহিত্যে পাকিস্তানী আদর্শ

আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,

সাহিত্য হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গ। এর মূল লক্ষ্য হল মানুষের কল্যাণ বিধান।

মানব জীবন সমস্যাবহুল। অবস্থা ভেদে এ সব সমস্যা নতুন নতুন রূপ ধারণ করে থাকে। এই বিচিত্র সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে অসমর্থ হলে ধর্ম পর্যবসিত হয় প্রাণ-হীন আচার অনুষ্ঠানে; শিক্ষা হয়ে পড়ে অকেজো; সভ্যতা ও সংস্কৃতি হয়ে পড়ে অতীত সাফল্যের মায়াময় প্রহসন; সাহিত্যের উপরেও নেমে আসে অজ্ঞাত লোক হতে হাজারো অভিশাপ।

দু 'শ' বছরের গোলামীর পর ভারতীয় মুসলমানেরা বেছে নিয়েছে পাকিস্তানের পথ। পাকিস্তানের স্বপ্ন তাদের অন্তরে জাগার আগেও তারা দেশের সামগ্রিক স্বাধীনতার জন্য বহু বছর পর্যন্ত সংগ্রাম করেছে। বালাকোটের ময়দানে বীর শহীদেরা হৃদয়ের যে তাজা রক্ত অকাতরে ঢেলে দিয়েছিলেন সেই শোণিত ধারায় চিত্তফলকে লিখিত অমর সংকল্প নিয়ে পরবর্তী মুজাহেদেরা যুগের পর যুগ ইংরেজদের সাথে লড়েছেন ও মরেছেন। তাঁরা স্বীয় পবিত্র দেহের অস্থিমজ্জাকে সার বানিয়ে তথারা দেশের জমিনকে নবজীবনের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার উপযোগী করে গেছেন।

এরই মাঝে এসেছে সিপাহীদের জেহাদের পালা। এই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক আজাদী সংগ্রাম। মাতৃভূমির স্বাধীনতার এ জেহাদকে বিদ্রোহ নাম দিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাঁদের ঐতিহাসিক সততার অবমাননাই করেছেন। সে কথা থাক। সিপাহীদের এ জেহাদের ফলে ভারতে বৃটিশ সিংহাসন টলে উঠেছিল। কিন্তু তারাও স্বাধীন জাতি। সহজে দমবার পাত্র নয়। মরণ-পণ করে লড়ল, তারপর যখন জয়লাভ করল তখন এই মরণই নির্মম উদারতার সঙ্গে দুই হাতে বিতরণ করল বিজিতদের মধ্যে। সে কি করুণ দৃশ্য। লাল কেল্লার শ্বেত আঙ্গিনা তৈমুর বংশের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল, লক্ষ লক্ষ আজাদী যোদ্ধার মস্তক অলিতে-গলিতে, সড়কে, রাজ পথে, ধুলা-বালিতে ও কাদা-মাটিতে লুটাতে লাগল; ঢাকা হতে দিল্লীর ওপার পর্যন্ত রাজ পথের দুই পাশে হাজার হাজার লাশ ফাসির রশি গলায় নিয়ে গাছে গাছে ঝুলতে লাগল; তাদের মাংস পঁচে গলে খসে পড়ে গেল কিন্তু তাদের হাড়গুলিকে নামিয়ে কবরের মাটী দিয়ে ঢেকে রাখবার লোকটি পর্যন্ত পাওয়া গেল না। এর চেয়ে অধিক নির্মমতার হৃদয় বিদারক চিত্র আর কে কোন দিন দেখেছে?

এঁরা মরে গেছেন সত্য; কিন্তু যে আদর্শের জন্য এঁরা হেলায় জীবনদান করে গেছেন সে আদর্শ কোন দিন মরেনি, মরতে পারে না। তাই সিপাহী জেহাদের পর হতে বরাবরই নিহত যোদ্ধাদের লুণ্ঠিত পতাকা হাতে তুলে নিতে এগিয়ে এসেছে তাঁদেরই বংশধর তরুণ দল—হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে।

হুকমগুলি তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত কোনটি পালন করিতেছ আর কোনটি অমান্য করিতেছ। ইহাকে তো আল্লার হুকম মান্য করা বলা যায় না।

সম্পূর্ণ আয়াতটি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে,

(১) আয়াতে বর্ণিত লাঞ্ছনার কথা যাবতীয় য়াহুদীদের প্রতি তিরস্কারস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে;

অথবা

২। আয়াতে লাঞ্ছনার উল্লেখ করিয়া বানূ কুরাইযা ও বানূ নাযীর গোত্রদ্বয়ের লাঞ্ছনার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে;

অথবা

(৩) যাহারাই আল্লার সকল হুকম না মানিয়া যা খুশী মান্য করে এবং যা খুশী অমান্য করে তাহাদের জন্য এই পার্থিব লাঞ্ছনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ ভাবেই চল্‌ল প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি। তারপর প্রয়োজনের তাকিদে বহু ভাবনা, বহু চিন্তা, বহু আলাপ, বহু আলোচনা, বহু তর্ক, বহু বিতর্কের পর সেই সম্মিলিত আজাদী উদ্দমকে পৃথক খাতে প্রবাহিত করা হল। আজাদী-পূর্ব ভারতের কমপক্ষে চৌদ্দ আনা মুসলমান তাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের বিকাশ ও উপলব্ধির জন্য প্রশস্ততম রাষ্ট্রিক পথ হিসাবে পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন করল। এমনি ভাবে পয়দা হল ভারত আর পাকিস্তান রাষ্ট্র।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে পাকিস্তান তার বাশিন্দাদের জীবন বিকশিত হওয়ার জন্য কোন্ কোন্ পথে সাহায্য করতে পারে?

মানব জীবনের প্রয়োজনাবলীর বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে যে, তার কতকগুলি সব মানুষের জন্যই সমান। আবার কতকগুলি এমন সমস্যাও আছে যা একজনের পক্ষে সমস্যা বলে গণ্য হলে আর একজনের পক্ষে মোটেই কোন সমস্যা নয়। মুসলমান হিসেবে বিভাগ-পূর্ব পাক-ভারতের মুসলমানদের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্যা ছিল। সে সব সমস্যার সুরাহা করার জন্যই পাকিস্তানের প্রয়োজন হয়েছিল।

জীবনের কতকগুলি ক্ষেত্রে ইসলামের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশিষ্ট মতবাদ আছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অনুকূল পরিবেশে সে সব মতবাদ মোতাবেক মুসলমানের জীবনাদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে। পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে এ আশ্বাসই ছিল সক্রিয়। এখানে দুটো মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি: মহর্ষি মনু বলেন:—মানুষে মানুষে সাম্য নেই। ব্রাহ্মণের পদ সেবার মধ্যে শূদ্র তার মুক্তি খুঁজে পাবে। ইসলামের মহা নবী বলেন:—মানুষে মানুষে ভেদ নাই। কাল-ধলা, দেশী-বিদেশী, আরব-অনারব—সবাই সমান। আল্লাহর দরবারে আত্মনিবেদন করতে যে যত বেশী পারবে সে তত বেশী সম্মানের উপযুক্ত হবে। হিন্দু ধর্ম-নেতারা শিক্ষা দিয়েছেন:—চাঁদ-সুরুজ, নদী-সমুদ্র, মরু-পর্বত—এরা মানুষের সেবা পাবার অধিকারী; ইসলামের ধর্ম নেতা শিক্ষা দিয়েছেন:—চাঁদ-সুরুজ, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, আসমান-জমিন, গাছ-পালা, বৃক্ষ-লতা—এক কথায় দ্যুলোক ভূলোক এবং এর উপরে ও নীচে যা কিছু আছে সবই সৃজিত হয়েছে মানুষেরই সবার জন্য, মানুষ তাদের সেবা বা পূজার জন্য সৃষ্ট হয়নি। মনু বলেন:—শিক্ষায় শূদ্রের অধিকার নেই; বেদ পাঠ তার পক্ষে মহাপাতক; মন্দিরের দুয়ার তার সামনে রুদ্ধ। মহানবী বলেন:—বিদ্যা-শিক্ষা নর-নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য অপরিহার্য—ধর্মীয় কর্তব্য; মসজিদের দয়ার সকলের জন্য সব সময়ই অবারিত।

মানুষের জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের এই বিভিন্ন মতবাদ কার্যতঃ প্রতিফলিত হয় সংশ্লিষ্ট ধর্মাশ্রয়ী সমাজ ব্যবস্থায়। ধর্মগত এই সংস্কার মানুষের রক্তের কণিকায় এমন গভীরভাবে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে যে, উদার আবহাওয়ায় শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারীকেও এর মায়াজালে নিষ্ঠুরভাবে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়।

আজাদ পাকিস্তানে মানুষের জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করব বলেই আমরা আজাদীর লড়াই লড়েছিলাম। কিন্তু আজাদী লাভের পর আমরা সে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি কি না তা ভাববার বিষয়। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ প্রতিফলিত করার পরিবর্তে দিন দিন যেন সে আদর্শচ্যুত হয়ে দূর হতে দুরান্তরে সরে পড়ছি। ইসলাম আমাদের শাস্ত্রে আছে ত' চিন্তায় নেই; চিন্তায় আছে ত' আচারে নেই, আচারে আছে ত' জীবনে নেই।

বর্তমানের এ অবস্থা দেখে আমাদেরকে নিরাশ হলে চলবেনা। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এক দিন সংগ্রাম করেছিলাম তার রূপায়নের জন্য আমাদেরকে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এ পথে সাহিত্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

একটি জাতির জীবনের মোড় পরিবর্তন করতে সাহিত্যের মত বলিষ্ঠ অবলম্বন আর দ্বিতীয়টি নেই। একটি মাত্র গ্রন্থ আরবের বিশুষ্ক মরুর বুকে একদা এনেছিল প্রাণের অফুরন্ত জোয়ার। আজ আমরা

www.ahlehadeethbd.org

সে জোয়ারেই আমাদের জীবন জমিনকে উর্বর করতে চাই, ফল ফুলে সার্থক করতে চাই। কিন্তু সে গ্রন্থ আজ আমাদের আলমারীর তাকের উপর সসম্ভ্রম অবহেলায় নাগালের বাইরে পড়ে আছে, আমাদের বুকের উপর উড়ে এসে জুড়ে বসতে দেইনি। তার ভাষা আমাদের ভাষা নয়; তার যে অপূর্ব আবেদন বেদুঈনের যুগ যুগান্তের সুপ্ত বুকে জীবনের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সে আমাদের কানের অবুঝ দুয়ারে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। ভিতরে গিয়ে মরমে পশেনা, প্রাণ আকুল করে না। কবে সে অমৃতবাণী আমাদের আপন ভাষায় রূপলাভ করবে জানিনা। তবে তার আসা পর্যন্ত সে বাণীর মর্মার্থ বহনের ভার আমাদের সাহিত্যকেই নিতে হবে।

আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র ইসলামের বাণী বহন করে তৃপ্ত থাকবে, সে কথা আমরা বলছিনা। আমাদের সাহিত্যে পাপিয়ার কলতানও থাকবে, বিহঙ্গম বিহঙ্গমার কথাও থাকবে, এ্যাটম, হাইড্রোজেন, নিউক্লিয়ার, স্পুটনিক এসব বিষয়ও আলোচিত হবে পুরোমাত্রায়। আর তারই সঙ্গে থাকবে সেই জীবনাদর্শের মহিমময় চিত্র যার স্বপ্ন বৈভবে আকৃষ্ট হয়ে সৈয়েদ আহমদ বেরেলভী ও ইসমাঈল শহীদের ন্যায় দুর্জয় বীর সেনানী জিহাদের রণক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন।

আমাদের মধ্যে কোন কোন আধুনিকতাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরবের নামে নাসিকা কুঞ্চন করতে দেখা যায়। আরবের নাম শুনলেই এঁরা বলে উঠেন" বড্ড সেকেলে কথা বল্‌ছ হে বাপু, এখন ত' মস্কো, লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্কের পানে চাওয়ার দিন এসেছে"।

এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এসব মায়া পুরীর পানে চাওয়াকে আমরা কোন দিনই ঘৃণা করি না। আণবিক বিজ্ঞানের পরিবর্তে আলকিমিয়ার (ইংরেজী chemistry) স্বতঃসিদ্ধের আলোচনা নিয়ে তুষ্ট থাকার মতলব আমাদের আদৌ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আমাদের আপনজনের জন্য আমাদের নিজস্ব দু'দশটি কথা বলে যদি তাদের বুকে নব মহত্বের স্বপন জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করা যায়, তাতে অপরাধটা কি? আমাদের সে আপন কথা পাশ্চাত্য মায়াপুরীর মানুষেরা যদি অকস্মাৎ শুনেই ফেলে তাতে লজ্জা পাবার ত' কিছুই নেই।

যদি বলি, আমাদের সাহিত্যে মহানবীর পথে যে বুড়ী রোজ রোজ কাটা পুতে রাখত, দু'দিন তাকে না দেখে তার অশুভ আশঙ্কায় তিনি তাঁর খোঁজে তার বাড়ী গিয়েছেন ও শিয়রে বসে তার শুশ্রূষা করেছেন, তবে তা শুনে পাশ্চাত্য মায়াপুরীর কোন অতি আধুনিক মানবতাবাদীও কটাক্ষ হান্‌তে পারেন—একথা আদৌ বিশ্বাস করা যেতে পারেনা। যদি বলি, যে দুশমনেরা মহানবীকে মাতৃভূমি হতে বিতাড়িত করেছিল, তার আত্মীয় স্বজনদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল এবং তাঁকে ও তাঁর অনুচরবর্গকে দূর বিদেশেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌তে দেয়নি, মক্কা বিজয়ের দিন সে সমস্ত বন্দী হন্তাদেরকে তিনি অনুপম দরদের স্বরে ক্ষমা করে বলেছিলেন,

لاتثريب عليكم اليوم انتم الطلقاء

অর্থাৎ তোমাদের নিকট হতে আজ কোন প্রতিশোধই গ্রহণ করা হবেনা—তোমরা সবাই মুক্ত স্বাধীন—তবে পৃথিবীর কোন যুগে কোন দেশে এর তুলনা খোঁজে না পেয়ে পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাসবেত্তারা কি উপহাসের হাসি হাসবেন, না লজ্জায় অধোবদন হয়ে পড়বেন? মৃত্যুশজ্জায় অন্তিম মুহূর্তে দেশ, সৈন্য ও বিবির কথা স্মরণ না করে মহানবী যদি ক্রন্দনরত সাহাবাদেরকে চিরঅবহেলিত, চিরনিপীড়িত মজলুমদের সম্বন্ধে নছিহত করতে গিয়ে একথা বলে থাকেন, "সাবধান তোমাদের নারী, সাবধান তোমাদের দাসদাসী,—তাদের সাথে মমতাময় ব্যবহার করিও" তা হলে একথা শুনে কি নেপোলিয়ান-গর্বী ফ্রান্সের মানুষেরা আমাদের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে? একটি পুরোপুরী রাষ্ট্রের সর্বময় অধিনায়ক হয়েও একমাত্র কন্যার আটা-ডলা হাতের কড়া দেখিয়ে একটিমাত্র বাঁদীর আবদার পূরণে মহানবী নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে থাকলে সে সংবাদ শুনে বর্তমান গণদরদী রাষ্ট্রের অধিনায়ক হাস্য-লাস্য পরিবৃত কন্যার পিতা ক্রুশ্চেভ-আইসেনহাওয়ার কি অট্টহাসি করে উঠবেন—

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুনতাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হজ্জের বিবরণ এবং মক্কায় প্রবেশ-পদ্ধতি

৬০৪) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) হজ্জ সমাধার জন্য বহির্গত হইলেন এবং আমরাও তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলাম। যখন আমরা যুলহুলায়ফা নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম তখন আছ্‌মা বিন্‌তে উমায়ছের (রাযিঃ) একটি সন্তান জন্ম লাভ করিল[১]। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, গোসল কর এবং একটি কাপড় দ্বারা নেংটি পরিধান করতঃ ইহ্‌রাম বাঁধ। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) (যুল হুলায়ফার) মসজিদে (দুই রাক্‌আত) নমায পড়িলেন। অতঃপর কছ্‌ওয়া নামক স্বীয় উষ্ট্রীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। যখন উষ্ট্রী বহন করিয়া 'বয়দা' নামক ময়দানে দাঁড়াইল তখন তিনি (দঃ) (নিম্ন বর্ণিত রূপে) তৌহীদ ধ্বনি—তল্‌বীয়া পড়িতে লাগিলেন। হে আল্লাহ আমি তোমার সান্নিধ্যে হাযির হইয়াছি তোমার কোন শরীক নাই, সমস্ত প্রশংসা এবং অনুগ্রহ তোমারই, রাজত্বের অধিকারী শুধু তুমিই, তোমার কোন অংশী নাই। অতঃপর যখন আমরা কা'বা গৃহে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি (দঃ) হজ্‌রে আস্‌ওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর) স্পর্শ করিলেন এবং তিন বার রমল—দ্রুতবেগে পদ সঞ্চালন করিলেন আর চারিবার হাঁটিয়া (সাত)

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حج فخرجنا معه حتى اذا اتينا ذاالحليفة فولدت اسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي وصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به على البيداء اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى مقام ابراهيم فصلى

১] মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে আছ্‌মা বিনতে উমায়ছ মোহাম্মদ বিন আবুবকরকে প্রসব করিলেন এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে তাহার করণীয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।

না এ সংবাদ তাদেরকে জানালে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাবে ?

খলীফা ওমর (রাঃ) রাত্রির অন্ধকারে প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর নেওয়ার জন্য ঘরের বাহির হতেন এবং কোন অভুক্ত পরিবারের খোঁজ পেলে কপালের ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে নিজের পিঠের উপর ময়দার বস্তা বহন করে নিয়ে যেতেন—আমাদের সাহিত্য মারফত পৃথিবীকে একথা জানাতে আমাদের কি কোন সঙ্কোচ আছে ?

আজ দুনয়ায় সর্বত্র সাম্যের বাণী ঘোষিত হচ্ছে। জাতিসংঘ দুনয়াময় সাম্য বিস্তারের জন্য গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। খুব ভাল কথা। সাম্যের বাণী জাতিসংঘের নিকট অনুপলব্ধ আদর্শ হতে পারে। কিন্তু আমরা এককালে এ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করেছি। আর ইসলামী ভাবধারার এ চরম অবনতির দিনেও মসজিদে গিয়ে দেখ—দেখতে পাবে সেখানে সাম্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু হাজার বছর পরেও ইংলেণ্ড ও আমেরিকায় কালো—ধলার ব্যবধান মিটল না।

তাই বলি, আমাদের পুরাতন সাহিত্যে যেসব ভাল জিনিষ আছে তা অন্যান্য ভাল জিনিষের সাথে রূপায়িত করে পাকিস্তানের জীবনকে সরস, সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

তওয়াফ) করিলেন। অতঃপর মকামে ইব্রাহীমে আগমন করতঃ (দুই রাকআত) নমায পড়িলেন এবং পুনরায় কৃষ্ণ প্রস্তর খণ্ডের দিকে প্রত্যাবর্তন করতঃ উহা স্পর্শ করিলেন। তারপর ছফা পর্বতের নিকট গমন করতঃ উহার নিকটবর্তী হইলে নিম্ন বর্ণিত আয়ত পাঠ করিলেন ان الصفا والمروة من شعائر الله "বস্তুতঃ ছফা আর মরওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত" এবং বলিলেন, আমরা সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিব যে স্থান হইতে আল্লাহ আরম্ভ করিয়াছেন (অর্থাৎ ছফা পর্বত হইতে ছয়ী আরম্ভ করিব) অতঃপর তিনি (দঃ) ছফা পর্বতের উপর আরোহণ করিলেন। যখন তিনি কা'বা গৃহ দর্শন করিলেন তখন কেবলার দিকে সম্মুখ করিয়া আল্লাহর একত্ববাদ এবং তকবীর ধ্বনি করিলেন আর বলিলেন, لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তাঁহার কোন শরীক নাই, রাজত্বের একচ্ছত্র অধিকারী শুধু তিনিই, তাঁহারই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব-বিষয়ে শক্তিমান, তিনি ব্যতীত অপর কোন ইলাহ নাই, তিনি (রসুলের সাহায্য করার) স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন, স্বীয় বান্দার (রসুলের) সাহায্য করিয়াছেন এবং (ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী) দলসমূহকে একাই পরাজিত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তিনবার দোয়া করিলেন তৎপর ছফা পর্বত হইতে অবতরণ করতঃ মরওয়ার দিকে গমনোদ্যত হইলেন। সমতল ভূমিতে—বতনে ওয়াদীতে পৌঁছিয়া দ্রুতবেগে চলিলেন এবং মরওয়াতে উঠাকালে হাটিয়া চলিলেন এবং মরওয়া পর্বতে সেইরূপ ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন যেরূপ ছফা পর্বতে করিয়াছিলেন। রাবী পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরন্তু তরবিয়া-দিবসে (৮ই যুলহিজ্জায়) মীনার দিকে রওয়ানা হইলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আরোহণ করিয়াছিলেন। মীনায় পৌঁছিয়া অবস্থান করিলেন এবং সেইস্থানে যুহর, আসর, মগরিব, ঈশা এবং ফজরের নমায পড়িলেন অতঃপর আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন, এবং সূর্যোদয়ের পর তথা হইতে রওয়ানা হইয়া আরফা প্রান্তে পৌঁছিয়া তাঁহার জন্য নমেরাতে বিশেষভাবে নির্মিত তাবুতে অবস্থান করিলেন। অতঃপর সূর্য ঢলার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত (দঃ) স্বীয় কস্‌ওয়া নামক উষ্ট্রী আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিলেন এবং উহাতে আরোহণ করতঃ বতনে ওয়াদীতে আগমন করতঃ জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া খুৎবা প্রদান করিলেন অতঃপর আযান প্রদত্ত হইল আর ইকামত প্রদানের পর যুহরের নমায—ফরয আদা করিলেন এবং পুনরায় ইকামত প্রদত্ত হইল এবং আসরের নমাযও একই সময়ে আদা করিলেন, উভয় নমাযের মধ্যে অন্য কোন নমায পড়িলেন না। অতঃপর বাহনে আরোহণ করিয়া হযরত আরাফার ময়দানে অবস্থান করার নির্দিষ্ট স্থানে আগমন করিলেন এবং স্বীয় উষ্ট্রী কাস্‌ওয়ার সম্মুখ ভাগ প্রস্তরগুলির (জবলে রহমতের) দিকে আর সমবেত লোকদিগকে সম্মুখে রাখিয়া কিবলার দিকে মুখ করতঃ দাঁড়াইলেন এবং সূর্য অস্তমিত—এমন কি আকাশের পীতাম্বর বিদূরিত হওয়া পর্যন্ত দাঁড়াইয়া দোআ, প্রভৃতি করিতে থাকিলেন। অতঃপর সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন কালে জনতার অত্যধিক ভিড়ের জন্য স্বীয় উষ্ট্রী কস্‌ওয়ার লাগাম (زمام) এরূপ টানিয়া ধরিয়াছিলেন যে, উহার মস্তক হাওদার লাকড়িতে লাগিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) দক্ষিণ হস্তে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে ছিলেন, জনমণ্ডলী! ধীরে চল, শান্তিতে চল। কোন পর্বতে আরোহণস্থলে হযরত (দঃ) উষ্ট্রীর লাগাম কিঞ্চিৎ ঢিলা করিয়া দিতেন। এইরূপে তিনি (দঃ) মুযদলফা পাহাড়ে উপনীত হইলেন এবং তথায় অবস্থান পূর্বক মগ্‌রিব ও ঈশার নমায এক আযান এবং দুই ইকামতে সমাধা করিলেন, উভয় নমাযের মধ্যে অন্য কোনরূপ নফল, প্রভৃতি পড়িলেন না। অতঃপর ফজর পর্যন্ত বিশ্রাম (শয়ন) করিলেন। প্রভাতে এক আযান ও ইকামতের সহিত ফজরের

www.ahlehadeethbd.org

নমায সমাধা করার পর বাহনে আরোহণ করতঃ মশ্আরিল হারামে আগমন করিলেন এবং কিব্লার দিকে মুখ করিয়া দোয়া, তক্বীর এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, প্রভৃতি পড়িতে লাগিলেন। যখন প্রভাত উত্তমরূপে প্রকাশ হইয়া গেল তখন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তেই তিনি সেই স্থান হইতে রওয়ানা দিয়া 'বত্নে মুহাস্সির' নামক স্থানে গমন করতঃ দ্রুত বেগে চলিলেন। অতঃপর যে পথটি জম্রাতুল কুব্রার দিকে গিয়াছে সেই মধ্য পথটি অতিক্রম করতঃ বৃক্ষপার্শ্বে অবস্থিত জম্রার নিকট আগমন করিয়া উহার প্রতি সাতটি ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ—'রমী' করিলেন, প্রতি বারেই নিক্ষেপের সহিত তিনি তক্বীর বলিলেন, (রসূলুল্লাহ দঃ) বত্নে ওয়াদী হইতে রমী' করিলেন। অতঃপর কুরবানীর স্থলে আগমন করিয়া তথায় কুরবানী করিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) বাহনে আরোহন করিয়া মক্কায় পৌছিয়া তওয়াফে এফাযা করিলেন।—মুসলিম সুদীর্ঘভাবে।

৬০৫) হযরত খুযায়মা বিন সাবেত (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (দঃ) যখন হজ্জ অথবা উমরায় তলবীয়া পাঠ হইতে ফারেগ হইতেন তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি আর বেহেশ্ত কামনা করিতেন আর আল্লাহর রহমতের অঁছীলায় দোযখ হইতে মুক্তি কামনা করিতেন।

—শাফেয়ী দুর্বল সনদে।

৬০৬) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কতৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দ.) বলিয়াছেন, আমি এই স্থানে কুর্বানী করিয়াছি এবং মীনার সমুদয় স্থানই কুর্বানীস্থল, অতএব তোমরা তোমাদের অবস্থান স্থলেই কুরবানী কর। দেখ, আমি (আরাফার) নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিয়াছি বস্তুতঃ সমস্ত আরাফা ময়দানই অবস্থানযোগ্য, দেখ, আমি মুয্দলফার নির্দিষ্ট স্থানে ওকুফ করিয়াছি কিন্তু সমস্ত মুয্দলফাই অবস্থানযোগ্য —মুসলিম।

৬০৭) জননী আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) মক্কা নগরে আগমন করিলে উহার উঁচু দিকে প্রবেশ করিতেন এবং নীচু দিক দিয়া বহির্গত হইতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৬০৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি মক্কা নগরে আগমন করিলে "যিতুওয়া" নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন প্রাতঃকালে সেইস্থানে, গোসল করিতেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) এরূপ করিয়া গিয়াছেন বলিয়াও তিনি রেওয়ায়ত করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৬০৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হজরে আস্ওয়াদ বা কৃষ্ণপ্রস্তর খণ্ডকে চুম্বন করিতেন এবং উহার উপর সিজদা করিতেন।—হাকিম ও বয়হকী যথাক্রমে মরফু' ও মওকুফ ভাবে উহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

৬১০) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবাগণকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যেন তাঁহারা তিন তওয়াফে রমল করেন (দোঁড়ান) এবং চারি তওয়াফে হাটিয়া চলেন রুক্নদ্বয়ের মধ্যস্থলে।[১] (কারণ উহাই কুরায়শী-

১। তিন তওয়াফে উত্তর ও দক্ষিণ রুক্নের মধ্যস্থলে রমল করা বা দোঁড়ানের ব্যবস্থা

www.ahlehadeethbd.org

গণ দেখিতেছিল)।—বুখারী ও মুসলিম।

৬১১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) কা'বা গৃহের রুকনে এমনি দ্বয়[২] ব্যতীত অন্যকোন অংশ স্পর্শ করিতে দেখিনাই।—মুসলিম।

لم ار رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين

৬১২) সৈয়েদানা হযরত উমর বিন ফারুক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতঃ বলিলেন,

انه قبل الحجر وقال انى اعلم انك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا انى رأيت

(হে হজরে আসওয়াদ), আমি জানি যে, তুমি একটি প্রস্তর খণ্ড! ক্ষতি সাধন করা অথবা কোনরূপ উপকার করার তোমার কোন ক্ষমতা নাই। (কিন্তু যেহেতু রসূলুল্লাহ (দঃ) তোমাকে চুম্বন করিয়াছেন সেহেতু আমিও তোমাকে চুম্বন করিতেছি) যদি আমি রসূলুল্লাহকে (চুম্বন) করিতে প্রত্যক্ষ না করিতাম তাহা হইলে আমিও তোমাকে চুম্বন করিতাম না।—বুখারী ও মুসলিম।

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك

৬১৩) হযরত আবুত্তুফায়ল (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) দেখিয়াছি যে, তিনি (দঃ) কা'বা গৃহে তওয়াফ করিতেছেন এবং রুক্নে এমনিদ্বয়কে স্বীয় লাঠি দ্বারা স্পর্শ করতঃ লাঠিকে চুম্বন করিতেছেন।—মুসলিম।

قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركنين بمحجن معه ويقبل المحجن

৬১৪) হযরত ইয়া'লা বিন উমাইয়ার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) (একটি) সবুজ রংয়ের চাদরে (এইরূপে) আবৃত হইয়া তওয়াফ করিতেছিলেন যে, চাদরখানি দক্ষিণ বাহুর নিম্নদেশে নিক্ষেপ করতঃ চাদরের উভয় পার্শ্ব বাম কাঁদে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। (আরবীতে উহাকে 'ইয্তিবা' বলা হয়।)—আহমদ ও সুনন—নাসায়ী ব্যতীত; তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

طاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مضطبعا ببرد اخضر

৬১৫) হযরত আনস বিন মালিক (রাযিঃ) কতৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তল্বীয়া বলিত কিন্তু তাহাকে বাধা দেওয়া হইতনা আর কেহ কেহ তকবীর বলিত কিন্তু তাহাকেও বাধা প্রদান করা হইতনা।—বুখারী ও মুসলিম।

كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر فلا ينكر عليه

উম্‌রাতুল কাযাতে দেওয়া হইয়াছিল। কারণ, মুসলিম সম্বন্ধে মুশ্‌রিকীনরা বলিতে লাগিল যে, তাহাদিগকে মদীনার জ্বর দুর্বল করিয়া দিয়াছে। তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা উপশমিত করার জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) মুসলমানগণকে রমল করিতে নির্দেশ দিলেন। পরবর্তীকালে কারণ বিদূরিত হইলেও সে কার্যটি অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। উপরন্তু রসূলুল্লাহর (দঃ) বিদায়ী হজ্জকালে হজ্‌রে আসওয়াদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় হজ্‌রে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করিয়াছিলেন বলিয়া বুখারী ও মুসলিমে ইবনে উমরের বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা পূর্ববর্তী রমলকে রহিত করিয়াছে। সুতরাং ইহাই গ্রহণীয় হওয়া উচিত।—অনুবাদক।

২। প্রকাশ থাকে যে, কা'বা গৃহের যে দুই কোণা এমনের দিকে অবস্থিত তাহা রুক্নে এমনি বলিয়া পরিচিত এবং অপর দুই দিক উত্তর দিকে অবস্থিত বলিয়া উহাকে রুক্নে শেমালী বলা হইয়া থাকে। যেহেতু রুক্নে এমনিদ্বয় হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একটির মধ্যে হজ্‌রে আস্‌ওয়াদ—কৃষ্ণ প্রস্তর গ্রথিত রহিয়াছে সেইহেতু রসূলুল্লাহ (দঃ) উক্ত রুক্নদ্বয়কে স্পর্শ করিতেন এবং হজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বনও করিতেন।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৬১৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে আসবাব সহ অথবা মেয়েলোক আর ছেলেমেয়েদের সহিত মুয্‌দলফা হইতে রাত্রিতেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

قال بعثنى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الثقل او قال فى الضعفة من جمع بليل

৬১৭) জননী আয়েশা ছিদ্দিকা (রাযিঃ) য়েওয়ায়ত করিয়াছেন, ছওদা বৃহদকায় ছিলেন তিনি মুয্‌দলফা রজনীতে পূর্বেই মক্কা গমনের জন্য রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

استا ذنت سودة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله وكانت ثبطة يعنى ثقيلة فاذن لها

৬১৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে সূর্যোদয়ের পূর্বে রমীয়ে জম্‌রা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—আহমদ ও সুনন, নাসায়ী ব্যতীত। ইহার সনদ মুন্‌কাতা'।

قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس

৬১৯) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) উম্মে ছলেমাকে কুরবানী রজনীতে প্রেরণ করিলেন এবং তিনি ফজরের পূর্বেই রমী-জম্‌রা করতঃ মক্কায় গমন করিয়া তওয়াফে এফাযা করিলেন।[১] —আবু দাউদ, ইহার সনদ মুসলিমের শর্তানুসারে বিশুদ্ধ।

قالت ارسل النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت

৬২০) হযরত উরওয়া বিন মুযার্‌রছ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুযদলফায় আমাদের এই নমাযে শরীক হইয়াছে এবং এখান হইতে আমাদের রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত এখানে অবস্থান করিয়াছে অথচ ইতিপূর্বে রাত্রি অথবা দিবসে সে আরাফা ময়দানেও অবস্থান করিয়াছে তাহার হজ্জ পূর্ণ হইয়াছে এবং সে হজ্জ ক্রিয়া সমাধা করিয়াছে। আহমদ ও সুনন, তিরমিযী ও ইবনে খুযায়মা ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন।

من شهد صلوتنا هذه يعنى بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا اونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه

৬২১) হযরত উমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন, অংশীবাদীরা সূর্যোদয়ের পূর্বে (মুয্‌দলফা হইতে) প্রত্যাবর্তন করিত না এবং তাহারা (সেই সময়) বলিত সবীর পর্বত আলোকিত হইয়াছে। কিন্তু নবী করীম (দঃ) তাহাদের বিরোধিতা করিয়া সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করিলেন।—বুখারী।

ان المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير وان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس

৬২২) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং হযরত উসামা বিন যয়দ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) জম্‌রাতুল 'আক্‌বাতে প্রস্তর নিক্ষেপ —রমীকরা পর্যন্ত বরাবর তল্‌বিয়া পাঠ করিতেছিলেন। —বুখারী।

لم يزل النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يلبى حتى رمى جمرة العقبة

৬২৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি কা'বা গৃহকে বাম দিকে এবং মীনাকে ডান দিকে রাখিয়া সাতটি কঙ্কর দ্বারা রমী করিলেন

الذى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذى انزلت عليه سورة البقرة

১) আলোচ্য হাদীসে এবং ৬১৮ নম্বর হাদীসে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অন্তরায় পরিলক্ষিত হইতেছে কিন্তু বাস্তবে উহাতে কোন মতবিরোধ নাই। কারণ, পূর্বোল্লিখিত হাদীসের তাৎপর্য হইতেছে যাহাদের জন্য মুয্‌দলফায় রাত্রিযাপন অপরিহার্য তাহাদের পক্ষে সূর্যোদয়ের পূর্বে রমী করা জায়েয নহে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক ও দুর্বলদের প্রতি ফজরের পূর্বেই মুয্‌দলফা হইতে প্রত্যাবর্তন এবং রমী করা জায়েয, আলোচ্য হাদীসে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর বলিলেন, এই স্থানেই তাঁহার (রস্থলুল্লাহর দঃ) প্রতি স্থরত আল বকারাহ অবতীর্ণ হইয়াছে।—বুখারী ও মুসলিম।

৬২৪) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ) কুরবানী দিবসে দ্বিপ্রহরের পূর্বে এবং পরবর্তী দিবসে সূর্য ঢলার পর রমীয়ে জম্‌রা করিয়াছেন।—মুসলিম

قال رمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذالك فما زالت الشمس

৬২৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি সাতটি কঙ্কর নিকটবর্তী প্রস্তরে (জম্‌রায়) নিক্ষেপ করিতেন প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের পর তক্‌বীর বলিতেন। অতঃপর তিনি অগ্রসর হইতেন এবং নীচু স্থানে দাঁড়াইতেন এবং হস্ত উত্তোলন করিয়া দোয়া করিতেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করিতেন। তিনি বলিতেন, আমি রস্থলুল্লাহকে (দঃ) এইরূপে করিতে দেখিয়াছি।—বুখারী।

انه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو فيرفع يديه الخ

৬২৬) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) দোয়া করিয়া বলিয়াছেন, হে আল্লাহ! যাহারা মস্তক মুড়াইয়াছে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রস্থল, যাহারা চুল কর্তন করে (তাহাদের জন্যও দোয়া করুন) এইরূপ তিনবার বলার পর রস্থলুল্লাহ (দঃ) তৃতীয়বার বলিলেন, চুল কর্তনকারীদের প্রতিও (রহম কর)।—বুখারী ও মুসলিম।

اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يارسول الله قال فى الثالثة والمقصرين

৬২৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস্‌ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) বিদায়ী হজ্জ দিবসে অবস্থান করিলে সাহাবাগণ তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়ে সওয়াল করিলেন, জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অজ্ঞতা বশতঃ কুরবানী করার পূর্বেই হলক (ক্ষৌরকার্য) করিয়া ফেলিয়াছি, হযরত ইর্শাদ করিলেন যবাহ কর তাহাতে কোন ক্ষতি হইবেনা। অপর সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অজানা বশতঃ রমী করার পূর্বেই কুরবানী করিয়া ফেলিয়াছি, (ইহা হইবে কি?) রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কোন দোষ নাই। রাবী বলেন, সেইদিন হজ্জের কার্যাবলী অগ্র-পশ্চাৎ করা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হইয়াছে রস্থলুল্লাহ (দঃ) '—কোন দোষ নাই বলিয়া' সকলকে একই উত্তর প্রদান করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৬২৮) হযরত মিস্‌ওয়ার বিন মখ্‌রেমার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) হলক (মস্তক মুড়া) করার পূর্বেই কুরবানী করিয়াছেন এবং তদীয় সাহাবাগণকেও এইরূপ করিতে আদেশ দিয়াছেন।—বুখারী।

৬২৯) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমরা রমী এবং হলক সমাপ্ত কর তখন তোমাদের জন্য স্ত্রী ব্যতীত সুগন্ধি এবং অন্য সমুদয় বস্তু হালাল হইয়া যাইবে।—আহমদ ও আবু দাউদ। এই হাদীসের সনদ দুর্বল।

اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شى الا النساء

৬৩০) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রস্থলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের জন্য হলক অপরিহার্য নহে তাহারা কিঞ্চিৎ চুল কর্তন করিবে।—আবু দাউদ।

قال ليس على النساء حلق وانما على النساء التقصير

৬৩১) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন যে, হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালেব (রাযিঃ) মীনায় অবস্থানের পরিববর্তে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মক্কায় রাত্রি যাপনের জন্য রস্থলুল্লাহর (দঃ) নিকট অনুমতি কামনা করিলে হযরত তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

৬৩২) হযরত আসিম বিন আদীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) উষ্ট্র চালকদিগকে মীনা হইতে অন্যত্র রাত্রী-যাপনের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। رخص لرعاة الابل فى البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر

তাহারা কুরবানী দিবসে এবং পরবর্তী দুই দিবসে রমী করিবে অতঃপর বিদায় দিবসে রমী সমাপ্ত করিবে। —আহমদ ও সুনন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৬৩৩) হযরত আবু বকরাহ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরবানী দিবসে আমাদের সম্মুখে খুৎবা প্রদান করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম। قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم النحر الحديث

৬৩৪) হযরত সর্‌রা বিন্‌তে নব্‌হান (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরবানীর দ্বিতীয় দিবসে আমাদের সম্মুখে খুৎবা প্রদান করিয়া বলিলেন, অদ্য তশরীক দিবস সমূহের মধ্য দিবস নহে কি? (শেষ পর্যন্ত)।—আবু দাউদ হাসান সনদে। قالت خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم الرؤس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق ؟

৬৩৫) হযরত আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) তাহাকে বলিয়াছেন, কা'বা গৃহে তোমার (এক) তওয়াফ এবং সফা-মরওয়ার মধ্যে (একবার) ছয়ী করাই তোমার হজ্জ এবং উমরার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।[১]—মুসলিম। وطافك بالبيت وبعدك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك

৬৩৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে নবী (দঃ) তওয়াফে এফাযায় সপ্ত-তওয়াফে রমন করেন নাই।— ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يرمل فى السبع الذى افاض فيه

আহমদ ও সুনন—তিরমিযী ব্যতীত। ইমাম হাকিম ইহাকে ছহীহ্‌ বলিয়াছেন।

৬৩৭) হযরত আনস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, নবী করীম (দঃ) মুহাস্‌সব নামক স্থানে যুহর আসর, মগরিব এবং ঈশার নমায সমাধা করতঃ শয়ন করিলেন। অতঃপর আরোহণ করিয়া কা'বা গৃহে গমন করতঃ তওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করিলেন। —বুখারী।

৬৩৮)—হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আব্‌তাহ নামক স্থানে অবতরণ করিতেন না এবং বলিতেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) এই স্থানে এই জন্য অবতরণ করিতেন যে, এই স্থান হইতে তাঁহার মদীনা গমনের সুবিধা হইত।—মুসলিম।

৬৩৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন, লোকদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন তাহাদের হজ্জের শেষ ক্রিয়া কা'বা গৃহের যিয়ারত হয়। কিন্তু ঋতুবতীদিগকে এই নির্দেশ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।—বুখারী ও মুসলিম। قال امر الناس ان يكون آخر عهد هم بالبيت الا انه خفف عن الحائض

৬৪০) হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, আমার এই মসজিদের (মদীনার) নমায মসজিদুল হারাম قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوة فى مسجدى هذا افضل من صلوة فيما سواه الا المسجد الحرام

---

১) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) উমরায় ইহরাম বাঁধিবার পর ঋতুবতী হন। রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন তাঁহার নিকট গমন করিলেন তখন তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন। রসূলুল্লাহর জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করিলে তিনি(দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, গোসল করতঃ হজ্জের ইহ্‌রাম ধারণ কর। তিনি তাহাই করিলেন এবং সমস্ত স্থানে অবস্থান করিলেন অতঃপর যখন তিনি পবিত্র হইলেন তখন কা'বা গৃহের তওয়াফ করিলেন এবং ছয়ীও আদায় করিলেন। এই সময় রসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত আয়েশাকে উপরোক্ত আশ্বাসবাণী শুনাইলেন। —অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় وصلوة فى المسجد الحرام মসজিদের নমায انفضل من صلوة فى অপেক্ষা আফ্‌যল। مسجدى هذا بمائة صلوة পক্ষান্তরে মসজিদুল হারামের (কা'বাগৃহে) নমায আমার এই মসজিদের (মদীনার) নমায অপেক্ষা একশত গুণ উৎকৃষ্ট। —আহমদ, ইবনে হিব্বান ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :

অবরোধ এবং অসফল হজ্জের বিবরণ

৬৪১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যখন রসূ- قال احصر رسول الله صلى লুল্লাহকে (দঃ) অবরোধ الله تعالى عليه وآله وسلم করা হইল তখন তিনি فحلق رأسه وجامع نساءه সেই স্থানেই মস্তক মুড়া- ونحر هديه حتى اعتمر ইলেন, স্ত্রীসঙ্গম করিলেন عاما قابلا এবং তাঁহার কুরবানীর পশু যবাহ করিলেন এবং পরবর্তী বৎসরে উমরা (কষা) করিলেন।—বুখারী।

৬৪২) জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) دخل النبى صلى الله تعالى যুবাআ বিনতে যুবায়- عليه وآله وسلم على রের নিকট গমন ضباعة بنت الزبير بن করিলে যুবাআ বলিল, عبد المطلب فقالت হে আল্লাহর রসূল, يارسول الله الخ আমি হজ্জের ইচ্ছা রাখি কিন্তু আমি রোগা। নবী করীম (দঃ) বলিলেন, তুমি এইরূপ করিয়া শর্ত হজ্জে বাহির হও যে, আমার রোগ যেস্থানে আমাকে অবরোধ করিবে আমি সেই স্থানেই হালাল হইয়া যাইব।—বুখারী ও মুসলিম।

৬৪৩) জনাব ইকরিমা হযরত হাজ্জাজ বিন আম্‌র আনসারী (রাযিঃ) হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যেব্যক্তির (হজ্জ-সফরে) من كسر او عرج فقد কোন অঙ্গ ভাঙ্গিয়া حل وعليه الحج من قابل যায় অথবা খোঁড়া হইয়া যায় সে (ইহরাম হইতে) হালাল হইয়া যাইবে এবং আগামী বৎসর তাহার পক্ষে হজ্জ সমাধা করা অপরিহার্য হইবে। ইক্‌রিমা বলেন, আমি এসম্বন্ধে হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আবু হুরায়রাকে (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, সত্যই বলিয়াছে।—আহমদ ও সুনন। তিরমিযী ইহাকে হাসন বলিয়াছেন।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

www.ahlehadeethbd.org

তকলীদ

—মতিউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৯ম আয়াত ঃ হযরত শাহ সাহেব উক্ত কিতাবের ৬০২ পৃষ্ঠায়

ما الفينا عليه ابانا

(আমরা আমাদের বাপ-দাদাদিগকে যাহা করিতে পাইয়াছি আমরা তাহারই অনুসরণ করিব) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, উক্ত আয়তে দুই প্রকারে তকলীদের বাতিল হওয়ার দিকে ইশারা রহিয়াছে। ১ম এই যে, মোকাল্লেদকে জিজ্ঞাসা করা দরকার যে, তুমি যার তকলীদ করিতেছ সে তোমার নিকট মোহাক্কিক কি-না? যদি সে মুহাক্কিক না হয় তবে তাহার কথায় সত্য ও অসত্য হওয়ার অবকাশ থাকা সত্বেও তুমি তাহার তকলীদ কর কেন? আর যদি তাহাকে তুমি মুহাক্কিক বলিয়া বিশ্বাস কর তাহাহইলে তাহার প্রমাণ কি? যদি বিনা প্রমাণে শুধু অপরের তকলীদ করিয়া তাহাকে মোহাক্কিকরূপে বিশ্বাস কর তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে এবং এই ছিলছিলা চলিতেই থাকিবে। অথচ তছলছুল বা কিয়ামত পর্যন্ত ইহা চলিতে থাকা অসম্ভব। ইহার বাতিল হওয়া যথাস্থানে প্রমাণিত হইয়াছে। আর যদি তুমি নিজের জ্ঞানে তাহাকে মুহাক্কিক জানিয়া থাক তাহাহইলে তোমার এই জ্ঞানকে মছআলার তাহকিক বা সত্যানুসন্ধানে ব্যয় না করিয়া নিজের ঘাড়ে তকলীদের বদনামী কেন বহন করিতেছ? ২য় এই, তুমি একটি মছআলায় যাহার তকলীদ করিতেছ সেও যদি এই মছআলা তকলীদের সাহায্যে অবগত হইয়া থাকে, তাহাহইলে তুমি আর সে উক্ত তকলীদের মধ্যে সমতুল্য। তার ফযিলতের এমন কি কারণ ঘটিল যে, তুমি তাহার তকলীদ করিতেছ? আর যদি সে দলীলের দ্বারা সেই মছআলা অবগত হইয়া থাকে এবং তুমিও তাহা অবগত হও তবে তখনই তকলীদ খতম হইয়া যায়। কারণ তকলীদের মধ্যে দলীল নাজানা অপরিহার্য অঙ্গরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ে তুমিও মুহাক্কিক হইয়া গেলে, তাহার মোকাল্লিদ হইলেনা।

১০ম আয়াত ঃ আল্লাহ বলিয়াছেন,

ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ماجاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين

অর্থাৎ (হে মোহাম্মদ দঃ,) 'আপনার নিকট ইলম (জ্ঞান) উপস্থিত হওয়ার পরও যদি আপনি তাহাদের (কাফিরদের) প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন তাহা হইলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবেন।' হযরত শাহ আবদুল আযীয স্বীয় তফছীরের ৪৩০ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, এই আয়াত দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে, দলীলসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর আর তকলীদের প্রয়োজন থাকেনা বরং তকলীদ বাতিল সাব্যস্ত হয়। দলিলের জ্ঞান লাভের পর তকলীদ করা প্রবৃত্তি পরায়ণতার নামান্তর মাত্র।

تلك عشرة كاملة

হাদিছের দ্বারা তকলীদের প্রতিবাদ

হযরত জাবির (রাঃ) হইতে দুইটি হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১ম হাদিছ। হযরত জাবির (রাঃ) নবী (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) হুজুরের (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, হুজুর! আমরা ইয়াহুদদের কথা শুনি এবং তাহা আমাদের ভাল লাগে। আপনি তাহা লিখিতে অনুমতি প্রদান করেন কি; রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরাও কি ইয়াহুদ নাছারাদের ন্যায় হয়রান (বিভ্রান্ত) হইতেছ? অবশ্য আমি তোমাদের কাছে রওশন দীপ্ত শরিয়ত সহ আগমন করিয়াছি। যদি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুছাও (আঃ) জীবিত থাকিতেন তাহাহইলে আমার পয়রবী করা ব্যতীত তাঁহারও উপায়ন্তর থাকিতনা। ২য় হাদিছ ঃ উক্ত জাবির (রাঃ) আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, হযরত ওমর (রাঃ) একখণ্ড তওরাত হস্তে ধারণ করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, হুজুর! ইহা তওরাতের একটি খণ্ড। রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন উত্তর করিলেন না। তখন ওমর (রাঃ) উহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। হুজুরের (দঃ) চেহারা বিবর্ণ হইতে লাগিল। হযরত আবুবকর (রাযিঃ) ওমরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ওমর, কি পড়িতেছ? তুমি কি রছুলল্লার (দঃ) চেহারার দিকে দেখিতেছনা? তখন ওমরের চৈতন্যো-দয় হইল এবং তিনি হযরতের দিকে তাকাইয়া সন্ত্রস্তভাবে বলিতে লাগিলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রছুলের অসন্তুষ্টি হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি। আল্লাহ আমার রব, ইছলাম আমার দীন এবং মোহাম্মদের (দঃ) নবী হওয়ার উপর আমি রাযী হইয়াছি। অনেক বার এই কথাগুলি বলিতে থাকিলেন এবং ইহাতে হযরতের ক্রোধ থামিল এবং তিনি বলিলেন, যাঁর হাতে মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার কছম, আজ যদি মুছা (আঃ) তোমাদের মধ্যে আগমন করেন আর তোমরা আমার দীনকে ত্যাগ করতঃ তাঁহার অনুসরণে লায়গিয়া যাও তাহাহইলে তোমরা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। সাবধান, আজ যদি মুছাও জীবিত থাকিতেন আর আমার নবুয়তের যমানা পাইতেন তবে তিনিও অবশ্য আমার ইত্তেবা,' করিতেন।— মিশকাত ৩৬ পৃষ্ঠা।

প্রিয় পাঠক, উল্লিখিত হাদিছগুলির প্রতি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখুন যে, হযরত মুছার (আঃ) মত প্রসিদ্ধ রছুল, শরিয়ত ওয়ালা ও কেতাবধারী ব্যক্তির তাবেদারী করাতে মুসলমানের গুমরাহ্ হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে আর আজ রছুলুল্লাহর (দঃ) মত ও মযহাবকে বাদ দিয়া তাঁহারই উম্মতিদের মত আঁকড়িয়া থাকা হইতেছে, তাহাদের তকলীদকে অবশ্যম্ভাবীরূপে শিরে ধারণ করা হইতেছে, ইহার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আল্লাহ সকলকে হিদায়ত দান করুন।

তকলীদের প্রতিবাদে আ.কৃলী দলীল

কোরআন ও হাদীসের দ্বারা তকলীদের যথেষ্ট প্রতিবাদ করা হইয়াছে, এখন একটি আক্লী দলীল দ্বারাও উহার রদ করা হইতেছে।

দাবী ঃ তকলীদ কখনও সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেনা।

দলীল ঃ যাহারা বিভিন্ন ইমামদের তকলীদ করিয়া থাকে তাহারা নিজেদের ইমামের তকলীদ করাকেই বরহক আর অন্য ইমামের তকলীদকে নাহক মনে করিয়া থাকে। অতএব তকলীদ হক ও বাতিলের মধ্যে মুশ্‌তারাক হইবে, কারণ একদল যাহার তকলীদ করা হক জানে অপর দল ঠিক তাহাকেই নাহক জানিয়া থাকে। কাজেই হক জানা আর না জানার মধ্যে উভয় পক্ষ একই বস্তুতে শরীক হইল। অর্থাৎ যে বস্তুকে একজন হক মনে করিতেছে সেই বস্তুকে অপর ব্যক্তি নাহকও মনে করিতেছে। অতএব যদি এই তকলীদ 'মুফ্‌যী ইলাল হক'—সত্যের দিকে পৌঁছানোর যোগ্য হয় তাহাহইলে একই বস্তু আর তার বিপরীত দিক দুইটাই বরহক হওয়া জরুরী হইবে। ইহাতে হক ও নাহক—সত্য-অসত্য একত্রিত হইয়া যাইতেছে, ইহাকেই বলা হয় দুইটি পরস্পর বিপরীত বস্তুর সমাবেশ اجتماع النقيضين এবং ইহা অসম্ভব—অবাস্তব। সুতরাং তকলীদই অসত্য হইবে। কারণ, পরস্পর বিপরীত বস্তু দুইটি যেমন একত্রিত হইতে পারেনা, তেমনি একই সময়ে তকলীদ হক ও নাহক দুইটাই হইতে পারেনা। যেমন ধরুন, আলোর বিপরীত অন্ধকার। এখন যদি আলো থাকে তাহা-হইলে অন্ধকার থাকিবেনা আর যদি অন্ধকার থাকে তবে আলো থাকিবেনা। আলো এবং অন্ধকার দুইটাই একত্রিত হইবে, ইহা বাতিল কথা।—তফছির কবীর (৭) ৪৩৯ পৃঃ, বিস্তারিত দেখুন তাবছেরা ৯—১০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ছাহাবা, তাবেঈ ও তবে-তাবেঈদের উক্তি দ্বারা তকলীদের প্রতিবাদ

হুজ্জাতুল হিন্দ শাহ অলীউল্লাহ স্বীয় 'ইকদুলজীদ' কেতাবের ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

"সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ), সমুদয় তাবেঈ (রহঃ) এবং তবে-তাবেঈ (রহঃ) এই বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ ও রসুল ব্যতীত নিজেদের মধ্য হইতে অথবা পূর্ববর্তীদের মধ্যেকার কোন লোকের সমস্ত কথাকে বিনা বিচারে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।"

একদা হযরত জাবির বিন যয়দ (রঃ)কে আবদুল্লাহ বিনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি বছরার ফকীহ (আলেম)। কাজেই হামেশা কোরআন ও হাদীছ মোতাবেক ফত্ওয়া দিবেন। যদি এরূপ না করেন (অর্থাৎ কোরআন ও হাদিছের অনুরূপ ফত্ওয়া না দেন) তাহাহইলে নিজে হালাক হইবেন এবং অপরকেও হালাক করিবেন।—হুজ্জাতুল্লাহ (১) ১৪৮ পৃঃ।

আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা তিনি বলিলেন, তোমরা কি ভয় কর না যে, আল্লাহ তোমাদের আজাবে গেরেফ্তার করিবেন অথবা জমিনে ধসাইয়া দিবেন এই জন্য যে, তোমরা বলিয়া থাক, রছুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ বলিয়াছেন আর অমুক লোক এইরূপ বলে। অর্থাৎ রছুলের (দঃ) কথার সামনে অন্যের কথা উপস্থিত করাতে তোমাদের পক্ষে আল্লাহর আজাবের ভয় করা উচিত।—দেখুন উপরিউক্ত কিতাব (১) ১৫০ পৃঃ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাঃ) আতা, মোজাহেদ, মালিক বিনে আনাছ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত এমন কোন লোক নাই, যাহার কথা গ্রহণ এবং বর্জন করা যাইবেনা।

আবু আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ বিনে মছউদ (রাঃ) বলিতেন, কোরআন-হাদীছের তাবেদারী কর। আর নূতন কথা বাহির করিওনা। তোমাদের জন্য কোরআন ও হাদীছই যথেষ্ট। হযরত কাতাদা (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইবনে ছিরীন (রাঃ) কোন এক লোকের ছামনে হাদীছ বয়ান করেন। হাদীছ শ্রবণ করিয়া লোকটি বলিল যে, অমুক অমুক লোক এইরূপ বলিয়া থাকে। তখন ইবনে ছিরীন (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমার সম্মুখে রছুলের (দঃ) হাদীছ বয়ান করিতেছি আর তুমি বলিতেছ যে, অমুক লোক এইরূপ বলে!—হুজ্জাতুল্লাহ ১৫০ পৃঃ।

ইমাম আওযায়ী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করা হইয়াছে, খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) (কোন শাসনকর্তার নিকট) লিখিয়াছিলেন যে, আল্লাহর কেতাব আর রছুলের (দঃ) ছুন্নতে কাহারও রায় (বা মত) প্রকাশ করার অধিকার নাই।—হুজ্জাতুল্লাহ ১৫০ পৃঃ!

হযরত আবু নছর (রঃ) বলেন, যখন আবু ছলমা (রাযিঃ) বছরায় আসিলেন তখন আমি আর হাসন বছরী (রঃ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তখন তিনি হাছন বছরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমিই কি হাছন বছরী? তোমার সহিত সাক্ষাতের একান্ত ইচ্ছা ছিল অন্য কাহারও সহিত সাক্ষাতের এইরূপ আকাংখা ছিলনা। কারণ, আমি শুনিয়াছি যে, তুমি নিজের রায় অনুসারে মছআলার জওয়াব দিয়া থাক। কিন্তু সাবধান! ভবিষ্যতে কোরআন ও হাদিছ ব্যতীত নিজের রায় অনুসারে কখনও ফতওয়া দিওনা।—হুজ্জাতুল্লাহ।

মালিক বিনে মিগওয়াল (রাঃ) বলেন, আমাকে ইমাম শা'বী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, লোকেরা যে কথা নবী (দঃ) হইতে বর্ণনা করে তাহা গ্রহণ কর। আর যে কথা নিজের রায় হইতে প্রকাশ করে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চল।—দারমী ৩৭ পৃঃ।

হযরত দাউদ বিনে হিন্দ বলেন, ইবনে ছিরীন বলিয়াছেন যে, সর্বপ্রথম যে কেয়াছ করিয়াছিল সে হইতেছে শয়তান। আর কেয়াছের কারণেই চন্দ্র-সূর্যের ইবাদত করা হইতেছে বা হইয়া থাকে।—দারমী ৩৬ পৃঃ।

এমাম শা'বী (রঃ) বলেন, মছরুক (রাঃ) বলিয়াছেন কেয়াছ করায় সর্বদা পদস্খল ঘটিবার বা ভুলে পতিত হইবার ভয় থাকে।—৩৬ পৃঃ।

(ক) শাহ ছাহেব 'ইকদুলজীদ' কেতাবের ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম আবু হানীফা (রাঃ)কে

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আপনি যে কথা বলেন তাহা যদি আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে হয় তাহাহইলে আমরা কি করিব? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কেতাবের বিপক্ষে হইলে আমার কথাকে পরিত্যাগ করিবে আর কিতাবুল্লাহর প্রতি আমল করিবে। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল যে, রসুলের (দঃ) কোন হাদিস যদি আপনার উক্তির খেলাফ হয়? তিনি উত্তর দিলেন যে, রছুলের (দঃ) মোকাবেলায় আমার কথা ছাড়িয়া দিও। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল যে, যদি আপনার ফতওয়া ছাহাবাদের কথার বিপরীত হয়? এমাম সাহেব বলিলেন, সাহাবাদের কথার বিপরীত হইলেও আমার কথা পরিত্যাগ করিও।

(খ) শাহ সাহেব উক্ত কেতাবের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

قال ابو حنيفة لاينبغى لمن لم يعرف دليلى ان يفتى بكلامى

যে ব্যাক্তি আমার কথার দলিল অবগত নহে তাহার পক্ষে আমার কথানুসারে ফতওয়া দেওয়া উচিত নহে।

(গ) এমাম শা'রানী 'মিযানের' ৬৩ পৃষ্ঠায় এমাম ছাহেবের উল্লিখিত উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে (ينبغى) অর্থাৎ "উচিত নহে" শব্দের পরিবর্তে (حرام) হারাম বা অবৈধ শব্দ রহিয়াছে।

(ঘ) 'কলেমাতে তৈয়েবাত' কেতাবের ৩০ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) উক্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন,

اذ صح الحديث فهو مذهبى

অর্থাৎ ছহীহ হাদীস পাওয়া গেলে উহাই আমার মযহব। ইমাম শা'রাণীও মিযানের (১ম খণ্ড) ৩০ পৃষ্ঠায় ইমাম সাহেবের ঐ কথাটি নকল করিয়াছেন।

(ঙ) উক্ত কেতাবের ৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়াছেন, শায়খ মহীউদ্দীন ফতুহাতে মক্কীয়াতে স্বীয় ছনদে (যাহা ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলিতেন, হে লোক সকল দীন সম্বন্ধে কোন কথা রায় অনুযায়ী বলা হইতে বিরত থাক এবং ছুন্নতের পয়রবী করাকে নিজেদের উপর জরুরী করিয়া লও। কেননা যে কেহ ছুন্নত হইতে বাহিরে যাইবে সে গুম্‌রাহ হইয়া পড়িবে।

(২) ইমাম মালিকের (রঃ) উক্তি

(ক) ইমাম মালিক (রঃ) বলিয়াছেন,

مامن احد الا وهو ماخوذ من كلامه ومردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم -

রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত সকলের কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইবে। বিনা বিচারে কাহারও উক্তি গ্রহণীয় হইবেনা—হুজ্জাতুল্লাহ।

(খ) হাফিজ ইব্‌নে হযম ইমাম মালিকের (রঃ) উক্তি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন যে, "যখন ইমাম মালিকের মৃত্যু উপস্থিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, আমি নিজের রায় মত যে সমস্ত মছ্‌আলার ফত্‌ওয়া দিয়াছি তাহার জন্য যদি আমাকে কোড়া লাগান হয় তাহাও আমি পছন্দ করিব, যাহাতে রছুলের (দ.) সহিত আমি এমন বস্তু লইয়া সাক্ষাৎ না করি যাহা দ্বারা হয়ত আমি তাঁহার শরিঅতে কিছু বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছি!—মিযান (১) ৬৫ পৃঃ।

৩। এমাম শাফেয়ীর (রঃ) উক্তি

(ক) এমাম হাকেম ও বয়হকী এমাম শাফেয়ীর নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, ছহীহ হাদিসই আমার মযহব।...

(খ) তিনি আরও বলিয়াছেন, আমার কথা যখন হাদিসের খেলাফ দেখিতে পাও তখন হাদিসের উপর আমল করিবে আর আমার কথা দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করিবে।

(গ) তিনি তাঁহার শিষ্য রবি'কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ওগো আবু ইছহাক, আমার তকলীদ করিওনা বরং সর্ব বিষয়ে ভাল-রূপ বিবেচনা করিয়া নিজের জীবনের উপর রহম করিও। কেননা, ইহা দীনের ব্যাপার।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(ঘ) এমাম শাফেয়ী বলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত কোন লোকের কথা দলিল নহে; যদিও বক্তার সংখ্যা অধিক হয় না কেন। আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) উক্তিকে বিনা বিচারে মান্য করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অন্য সকল কথাই বিচার্য।—মিযান (১) ৬৬ পৃঃ।

(ঙ) শাহ ছাহেব ইকদুলজীদের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এমাম শাফেয়ী (রঃ) হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি নিজের বা অন্যের তকলীদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(চ) শাহ ছাহেব উক্ত কিতাবের ৬৭ পৃষ্ঠায় আরও বলিয়াছেন, "এমাম শাফেয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, যখন আমি কোন মছআলা বলি আর কোন হাদিস উহার বিপরীত পাওয়া যায় তাহাহইলে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদিসে যাহা প্রমাণিত হয় তাহাই উত্তম। অতএব আমার তকলীদ করিওনা।

(ছ) আল্লামা মরজানী হানাফী 'নাজুরাতুলহক' এর ২৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "এমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলিয়াছেন, মুসলমানরা একমত হইয়াছেন যে, কোন লোকের কথায় রছুলের (দঃ) হাদিস ত্যাগ করা যাইবে না।

(জ) মিযানের ৩০—৩১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে, এমাম শাফেয়ী এমাম আহমদের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, সহীহ হাদীসের ইল্ম আমাদের চাইতে তোমাদেরই অধিক। যে হাদীস ছহীহ হয় উহা আমাদের অবগত করাও যাহাতে আমরা তাহাই গ্রহণ করিতে পারি। আমি ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা ত্যাগ করতঃ সহীহ হাদিসকেই আমার মযহব বলিয়া গ্রহণ করিও।—হুজ্জাতুল্লাহ (১) ১৪৮ পৃঃ।

(ঝ) ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রঃ) 'ই'লামুল মো ওয়াক্কেয়ীনে'র ৪র্থ খণ্ড ৪৭ ফায়দাতে লিখিয়াছেন এমাম শাফেয়ী (রঃ) বলিয়াছেন যে, যখন নবীর (দঃ) হাদিস বর্ণনা করা হয় আর আমি উহা গ্রহণ না করি তাহাহইলে বুঝিতে হইবে যে, আমি জ্ঞানহারা হইয়াছি।—দেখুন জফরুল মুবীন ৫৯ পৃষ্ঠা।

৪। ইমাম আহমদের (রঃ) উক্তি

(ক) ইক্দুল্জীদের ৯৮ পৃষ্ঠায় আছেঃ

وكان الامام احمد يقول ليس لاحد مع الله ورسوله كلام

ইমাম আহ্মদ (রঃ) বলিতেন যে, আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) কথার সহিত অন্য কোন লোকের কথার স্থান নাই। অর্থাৎ উহার মোকাবেলায় অন্য লোকের কথা গ্রহণযোগ্য হইতে পারেনা।—মিযান (১) ৬৭ পৃঃ।

ইমাম আহমদ বলিয়াছেন, আমার তকলীদ করিওনা আর মালিক, আওযায়ী ও নখয়ীর এবং অন্য কোন মানুষেরই তকলীদ করিওনা। বরং যেস্থান হইতে তাঁহারা আহ্কাম (মসায়েল) গ্রহণ করিয়াছেন, তোমরাও সেই স্থান হইতে গ্রহণ কর। অর্থাৎ অন্ধ ভাবে কাহারও কথা না লইয়া আলেমদের নিকট হইতে কোরআন ও হাদিসের মসআলা অবগত হইয়া তাহার উপর আমল করিও, আর যদি তোমার মধ্যে মসআলা অনুসন্ধানের যোগ্যতা থাকে, তাহাহইলে কোরআন হাদিস ও সাহাবাদের ইজমা হইতেই মসআলা অনুসন্ধান কর।

৫। এমাম আবু ইউছুফ, জোফর ও আফিয়াহ বিনে যয়দের উক্তি

'ইক্দুল ফরীদ' গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় আছেঃ

وعن ابى يوسف وزفر وعافية بن زيد انهم قالوا لايحل لاحد ان يفتى بقولنا مالم يعلم من اين قلنا

অর্থাৎ এমাম আবু ইউছুফ, জোফর ও আফিয়াহ বিনে যয়দ হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহারা বলিতেন যে, কোন লোকের পক্ষে আমাদের কথা দ্বারা ফতওয়া দেওয়া হালাল নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোথা হইতে বলিয়াছি তাহা তাহারা অবগত হইবে না। আমাদের কথা মত ফতওয়া দেওয়ার জন্য আগে আমাদের কথার দলিল অবগত হইতে হইবে, নতুবা ফত্য়া দেওয়া হারাম হইবে।

তকলীদের প্রতিবাদে আমরা উপরে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুসরণীয় এমাম মণ্ডলীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। নিম্নে কতিপয় ফোকাহা ও আলেমদের কথা উল্লেখ করা হইতেছে।

১। এমাম তাহাবী (রঃ) বলিয়াছেন,

او كل ما قال به ابو حنيفة اقول به ؟ وهل يقلد الاعصبى او غبى

অর্থাৎ এমাম আবু হানীফা (রঃ) যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমিও কি সর্বতঃভাবে তাহাই বলিব? আর একান্ত নির্বোধ ও একদেশদর্শী ব্যতীত অপর কেহ তকলীদ করে কি? অর্থাৎ একান্ত মূর্খ আর পক্ষপাত-দুষ্ট লোক ব্যতীত অন্য কেহই তকলীদ করিতে পারেনা অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের কোন দলিল ছাড়া কোন ব্যক্তির সমুদয় উক্তি গ্রহণ করেনা।

২। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রঃ) স্বীয় ফতুহাতে মক্কীতে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে যে কথার অছিয়ত করিতেছি তাহা এই যে, যদি তুমি আলেম হও তাহাহইলে আল্লাহ তোমাকে যে জ্ঞান দিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আমল করা তোমার পক্ষে হারাম। আর যদি তোমার মধ্যে সেইরূপ জ্ঞান না থাকে আর তুমি অন্য কোন আলেমের তকলীদ বা তাবেদারী কর, তাহাহইলে সাবধান! নির্দিষ্টভাবে একই মযহবকে আঁকড়িয়া ধরিওনা। বরং আল্লাহ তোমাকে যেরূপ হুকুম দিয়াছেন সেই মতে আমল করিবে। আর আল্লাহর হুকুম এই যে, যদি তুমি স্বয়ং আলেম না হও তাহাহইলে আহ্‌লে জিক্‌রদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। আর আহলে জিক্‌র বলা হয় তাহাদিগকে যাহারা কোরআন ও হাদিস সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত রহিয়াছেন।—মি'[illegible] হক ১২৮ পৃঃ।

৩। ফতহুল কদীর [illegible] ৩৪৭ পৃষ্ঠায় এমাম ইব্‌নুল হুমাম হান[illegible] (রঃ) [illegible]লিয়াছেন, "নিজে নিজের উপর কোন এ[illegible]জন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের কওল ও ফে'ল (উক্তি ও ক্রিয়া)কে লাজিম বা অবশ্যম্ভাবী করা অর্থাৎ মুজতা[illegible]দের তকলীদ ওয়াজিব হওয়ার উপর [illegible] দলি[illegible] নাই। দলিলে যাহা প্রমাণিত হয় তাহা যে, আবশ্যক অনুসারে যে কোন মুজতাহিদের নিকট হইতে মছআলা অবগত হইয়া আমল করা যাইতে পারে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, "তোমরা যদি না জান তাহা হইলে আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

৪। মোল্লা আলী ক'রী হানাফী (রঃ) শরাহ আয়নুল ইলমের ৩২৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,

ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى ما كلف احدا الخ

অর্থাৎ ইহা জানা কথা যে, আল্লাহ ছুবহানাহু তাআলা কোন মানুষকে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী হওয়ার জন্য বাধ্য করেন নাই। (বরং শুধু এতটুকু দায়িত্ব দিয়াছেন যে, যদি আলেম হয় তবে হাদিসের উপর আমল করিবে। আর যদি অজ্ঞ হয় তবে আলেমদের পয়রবী করিবে।—মি'আরুল হক ৫৩ পৃঃ।

৫। আল্লামা তাহ্‌তাবী হানাফী (র[illegible]) কওলুহ ছদীদের ৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,

اعلم انه لم يكلف الله تعالى احدا من عباده بان يكون حنفيا الخ

অবহিত হও যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দা-দিগকে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী অথবা হাম্বলী হওয়ার দায়িত্ব দেন নাই। বরং তাহাদের উপর আঁ-হযরত (দঃ) যে সমস্ত আহকাম সহ শুভাগমন করিয়াছেন শুধু তাহার প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তৎপ্রতি আমল করা ওয়াজিব করিয়াছেন)। ঐ ৫৩ পৃঃ।

৬। আল্লামা জলালুদ্দীন ছয়ুতী (রঃ) 'কিতাবুর্‌রদ্দে আলা মানআখ্‌লাদা ইলাল্‌ আরজে' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "কদাচ এমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (রঃ) নিজেদের তকলীদ করা কাহারও প্রতি মুবাহ (জায়েজ) করেন নাই। বরং তাঁহারা তাঁহাদের তকলীদ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।—মি'য়ারুল হক ৩৮ পৃঃ।

৭। এমাম শা'রানী (রঃ) [illegible]ছেন, এমাম ইবনে আবদুল বর (রঃ) বা[illegible]তেন যে, মহামতি এমামগণের কোন একজনেরও এইরূপ উক্তি আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিকট পৌঁছেনাই যে, তাঁহারা তদীয় শিষ্যদিগকে নির্দিষ্টভাবে এক মযহব অবলম্বন করার আদেশ দিয়াছিলেন। বরং তাঁহাদের নিকট হইতে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সমস্ত ছহীহ ফতাওয়ার উপর আমল করার তাকীদ করিয়াছেন। কারণ, এমামগণ সকলেই হেদায়তের উপর ছিলেন। তিনি আরও বলিতেন যে, আমাদের নিকট কোন ছহীহ অথবা জঈফ এইরূপ হাদীছ পৌঁছে নাই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার উম্মতকে কোন নির্দিষ্ট একটি মযহব ধরিয়া থাকিতে বলিয়াছেন—ঐ।

৮। নবজুল কাফীয়াহ গ্রন্থে এমাম ইবনে হযম (রঃ) লিখিয়াছেন,

التقليد حرام ولا يحل لاحد ان يأخذ قول احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان الخ

অর্থাৎ তকলীদ হারাম। রছুলের (দঃ) কথা ব্যতীত অন্য কাহারও কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করা কোন লোকের পক্ষে হালাল নহে---। তিনি বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করিয়া তকলীদের হারাম হওয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। অবশেষে বলিয়াছেন যে, "যদি কেহ এমাম আবু হানীফা বা মালিকের বা শাফেয়ীর অথবা এমাম আহমদের সমস্ত কথা গ্রহণ করে, আর নিজের এমামের কথা ছাড়িয়া অন্যান্য অনুসরণীয় এমামদের কথা গ্রহণ না করে এবং কোরআন ও হাদিসে প্রতিপন্ন বিষয়কেও তাহার নির্দিষ্ট এমামের মতের সহিত মিল না হইলে গ্রহণ করে না তাহাহইলে তাহার পক্ষে সতর্ক হওয়া উচিত এই জন্য যে, সে সমস্ত উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ করিল। খয়রুল কুরুনের তিন যমানায় এইরূপ একজন লোকও সে দেখাইতে পারিবেনা। বস্তুতঃ কোরআন ও হাদিসের বিপরীত হইলে নিজের এমামের উক্তিকেই আকড়িয়া ধরিয়া মুকাল্লেদ মু'মিনদের অবলম্বিত পথকে ছাড়িয়া অন্য পথ অনুসরণ করিয়াছে।—মি'য়ারুল হক ৫০—৫১ পৃঃ।

৯। শাহ্ অলিউল্লাহ ছাহেব 'ইকদুল জীদের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'ফকীহদের সকলেই নিজেদের ও অন্যান্যদের তকলীদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

১০। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "যদি তকলীদ জায়েয হইত তাহাহইলে অন্যদের চাইতে ছাহাবাদের জামাআত তকলীদের অধিক উপযুক্ত ছিলেন।" —ঐ।

১১। মওলানা আবদুল হাই মজমুআ ফতাওয়ার ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কোন কোন আলেমদের নিকট গৃহীত মত এই যে, নির্দিষ্ট কোন মযহবের তকলীদ জরুরী নহে। যে কোন মযহবের মছআলার উপর আমল করার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই রহিয়াছে।

১২। বাহরুল উলুমের শরাহ সহ মোছাল্লামুছ ছুবুতের ৬২৮ পৃষ্ঠায় আছে: "আল্লাহ যাহা ওয়াজিব করিয়াছেন শুধু তাহাই ওয়াজিব। আর আদেশ করার একচ্ছত্র অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কোন লোকের প্রতি নির্দিষ্ট কোন এমামের মযহব অবলম্বন করা ওয়াজিব করেন নাই। অতএব ওয়াজিব মনে করিয়া মযহব অবলম্ব করা (تشريع شرع جديد) নূতন শরিয়ত আবিষ্কার করার নামান্তর মাত্র।

১৩। মওলামা আবদুল হক মোহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) 'ছিকরুছছাদাতের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছলফদের তরীকা নির্দিষ্ট মযহবের অবলম্বনের খেলাফ ছিল। তাঁহারা কোন একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মযহবের অনুসরণ করা ওয়াজিব গণ্য করিতেন না। বরং পূর্ববর্তীদের মধ্যে যাহারা মুজতাহিদ ছিলেন তাঁহারা নিজের ইজতিহাদের উপর আমল করিতেন। পক্ষান্তরে সা লোকেরা যে কোন মুজতাহিদের প্রমাণিত উক্তিসমূহের উপর আমল করিত। সেই সময় নির্দিষ্ট মযহব অবলম্বনের নিয়ম ছিলনা।

১৪। আল্লামা ইছমাঈল শহিদ (রঃ) তনবীরুল আইনায়নের ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

وقد غال الناس فى التقليد الخ

অর্থাৎ লোকেরা তকলীদ সম্বন্ধে অনেক বাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে এবং এব

www.ahlehadeethbd.org

লোকের তকলীদ নিজের উপর লাজেম করা সম্বন্ধে তাআছ্ছুব বা পক্ষপাত-দুষ্ট সভাবের পরিচয় দিয়াছে। এমাম ব্যতীত অপর সকল এমামের গৃহীত ছহীহ মছআলা গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সেই মারাত্মক রোগ যদ্বারা শিয়া সম্প্রদায় ধ্বংসমুখী হইতে বাধ্য হইয়াছে।

১৫। আল্লামা শহীদ (রঃ) তিরমিযী শরীফের হাদিছ উল্লেখ করিয়া দীর্ঘ আলোচনার পর ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: তিরমিযির হাদিছ হইতে অবগত হওয়া গেল যে, কোন একজন নির্দ্দিষ্ট লোকের পয়রবী করা এই ভাবে যে, তাহার উক্তি কোরআন ও হাদিছের বিপরীত প্রমাণিত হইলেও সে তাহা পরিত্যাগ করেনা বরং উল্টা কোরআন ও হাদিছের তা'বীল বা মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া নিজের এমামের সেই কথার সহিত মিল করার চেষ্টা করিয়া থাকে। এইরূপ করা নাছরানিয়তের সমতুল্য এবং শিরকে পর্যায়ভুক্ত। خط من الشرك

১৬। শামী কেতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে।

ليس على الانسان التزام مذهب معين

অর্থাৎ মানুষের প্রতি নির্দ্দিষ্ট কোন মযহব অবলম্বন করা ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় নহে।

১৭। মাজালেছুল আবরারের ৪৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে মো'মেনের প্রতি ওয়াজিব এই যে, আল্লাহর পরিচয় এবং ধর্ম বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা এবং দলীল অন্বেষণ করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করা যাহাতে অন্ধবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া সে প্রকৃত বিশ্বাসীদের দলভুক্ত হইতে পারে। কেননা মোকাল্লিদ (অন্ধ বিশ্বাসী) ইয়াকিন বা খাটি বিশ্বাসীর মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।

১৮। দুররে মুখতারের টীকা তওয়ালিউল আন্‌ওয়ারে' মোল্লা আবিদ ছিন্দী বলিয়াছেন: নির্দ্দিষ্ট একজন মুজতাহিদের (এমামের) তকলীদ করা ওয়াজিব হওয়ার কোন নকলী দলীল নাই, কোন আকলী দলীলেও উহা প্রতিপন্ন হয় না।—আলইরশাদ ৬৩ পৃঃ।

১৯। "মাজালেছুল আবরার—মকতুবাত মিরযা মজহার জানে জানান" ৩০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, "প্রত্যেক লোকের প্রতি পয়গাম্বরের ইত্তেবা' করা ওয়াজিব। কিন্তু এমামদের পয়রবী করা ওয়াজিব নহে।"

২০। এমাম শা'রানী মিযানে ২৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন: "মোকাল্লিদ কোন দিন অলী ও কামেল ব্যক্তি হইতে পারে না। কারণ, অলী ও কামেল হইতে হইলে কোরআন-হাদিছের ঝরনা হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে হয় এবং মোকাল্লেদ উহা হইতে বঞ্চিত।"

২১। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি (রঃ) 'আমল বিল হাদিছ' পুস্তিকায় বলিয়াছেন।

فمن يتعصب بواحد معين غير الرسول صلعم الخ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের মযহাব অবলম্বন করে এবং এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে যে, শুধু তাঁহারই অনুসরণ বা পয়রবী করা ওয়াজিব—অন্য কাহারও নহে, সে মূর্খ ও গুমরাহ।" —মি'য়ারুল হক ১২১ পৃঃ

২২। আল্লামা শায়খ কুর্দী [রঃ] স্বীয় রেছালায় বলিয়াছেন, ছুফী মশায়েখদের সাধারণ ভাবে আর নক্‌শ বন্দিরা ওলামাদের প্রধানদের তরীকা বিশেষভাবে সুন্নতের পয়রবী করাই ছিল। তাহারা নির্দ্দিষ্ট কোন মযহবের তকলীদ করিতেন না।"—আলইরশাদ ২৪০ পৃষ্ঠা।

২৩। 'দেরাছাতুল লবীব' কেতাবের ১২৫ পৃষ্ঠায় মোল্লা মঈন হানাফী বলিয়াছেন, "ইব্‌নে ইয্‌ হেদায়ার টীকায় বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রছুলুল্লাহ [দঃ] ব্যতীত অন্য কোন একজন নির্দিষ্ট লোকের মযহাবের উপর জেদ ধরিয়া থাকে আর এইরূপ ধারণা করে যে, তাঁহারই সমুদয় কথা ছহীহ—অন্য এমামদের নহে; বস্তুতঃ সে গুমরাহ্‌ জাহেল বরং কাফের পর্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহার তওবা করা আবশ্যক। যদি সে তওবা করিয়া সেই আকীদা পরিত্যাগ করে তবে উত্তম। অন্যথায় সে কতল করার যোগ্য। এইরূপ এ'তেকাদ রাখিয়া সে এমামকে রসুলের স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছে এবং এইরূপ করা কুফরীর শামীল [ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সোশ্যালিজম ও ইসলাম

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ—

আল্লাহ তোমাদেরকে ইনসাফ, সৎকাজ এবং (নিঃসহায়) আত্মীয় স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দিতেছেন এবং তোমাদেরকে অশ্লীল, জঘন্য আর অবাধ্যতাচরণ হতে বিরত থাকার আদেশ দিচ্ছেন।

ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى

রক্ত সম্বন্ধের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই ইসলাম উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ-ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের ধন দওলত একই খান্দানের অধিকতর সংখ্যক লোকের হাতে পৌছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের সহিত ইউরোপে অনুরূপ প্রচলিত আইন সমূহের মোকাবিলা করে দেখলে দেখা যাবে যে, ইসলাম ধন-দওলত ব্যক্তি বিশেষের হাতে এমন ভাবে পুঞ্জিভূত হতেই পারেনা যেমন হয়ে থাকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে।

ইসলাম জীবিকা নির্বাহের যে সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দান করেছে যাকাত তার অন্যতম। জাকাত প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ট্যাক্সের ন্যায় কোন ট্যাক্স নয় বরং উহা সমাজের সামর্থবান ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায় করে একমাত্র সামর্থহীন ব্যক্তিদের সাহায্যেই খরচ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, হুকুমতের তরফ থেকে যে সব ট্যাক্স আদায় করা হয় তা খরচ করা হয় সমাজের ধনী ও নির্ধন নির্বিশেষে সকলের উপকারার্থে। জাকাতের পয়সা দিয়ে জাকাত দাতাদের দুনয়াতে কোন উপকারই সাধিত হয়না। এজন্যই জাকাত কি কি খাতে ব্যয় হবে আল-কুরআন স্বার্থহীন ভাষায় তা উল্লেখ করে দিয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হল এই যে, উহার মতে রাষ্ট্রের যেসব জিনিষ ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা-স্বত্বের অধিকারভুক্ত নয় তার মালিক একমাত্র হুকুমত এবং উহার দ্বারা উপকৃত হবে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটী নাগরিক। অতএব সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদ, বনজঙ্গল এবং উহার গাছপালা সোনা-রূপা ইত্যাদির খনি—এ সবই রাষ্ট্রের। এ ব্যবস্থার ফলে ইসলামী হুকুমতে ধনতন্ত্রবাদের মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙ্গেই পড়েছে। কারণ দেশে ব্যক্তি বিশেষের অধিকারভুক্ত যেসব কল-কারখানা রয়েছে তারা সবই কাঁচা মালের জন্য রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বাধ্য। এব্যাপারে হযরত উমর (রঃ) যে ফয়সালা করেছিলেন তা চিরস্মরণীয়। তাঁর যুগে ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হওয়ায় বিজয়ী সৈন্যেরা দাবী করিলেন যে, সে দেশ তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হোক। তাঁরা তাঁদের দাবীর সমর্থনে তখনকার দিনে রোমানদের মধ্যে প্রচলিত জায়গীরদারী ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। কিন্তু হযরত উমর সৈন্যদের সে দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য মাসিক ভাতা নির্ধারিত করে দেন এবং এ দু' দেশের ভূমি রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত বলে ঘোষণা করেন, এভাবে তিনি জায়গীরদারী প্রথার চিরতরে বিলোপ সাধন করেন।

উপরে বর্ণিত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা বোঝা যায়, ইসলাম সমাজতন্ত্রবাদ অথবা ধনতন্ত্রবাদ—এ দুটোর কোনটাকেই পুরোপুরী ভাবে সমর্থন করেনা বরং সে এ দুয়ের মাঝে একটি তৃতীয় ব্যবস্থা দানের পক্ষপাতী। ইসলাম ধন উপার্জনের প্রেরণাকে সঞ্জীবিত রাখার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখা অপরিহার্য মনে করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে এমন কতকগুলি শর্ত আরোপ করে যে, যার ফলে ধনতন্ত্র যেন exploitation এর হাতিয়ার রূপে ব্যবহার হতে না পারে।

জীবিকা নির্বাহের যেসব ব্যবস্থাপনায় ইসলাম ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়

www.ahlehadeethbd.org

আল্লামা ইসমাঈল শহীদের রচনাবলী

মূল ঃ ডক্টর মোহাম্মদ বাকীর এম, এ, পি এইচ ডি, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

আল্লামা মোহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ জীবনের পুণ্য প্রভাতেই লেখনী ধারণ করেন। সক্রিয় কর্মতৎপরতায় ব্যস্ততা সত্বেও, তিনি ইসলাম এবং ইসলামী আকিদার উপর বহু মূল্যবান রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁহার "আসারুস্ সানাদিদে" আল্লামা ইসমাঈলের রচিত বহু সংখ্যক পুস্তকের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হেফাজতের অভাবে এখন তাঁর কতিপয় পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা, এমন কি স্যার সৈয়দ আহমদের সময়েও কয়েকটি পুস্তকের পাত্তা মিলে নাই। আমি তাঁর যে সব পুস্তকের সন্ধান পেয়েছি সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দিচ্ছি। এ গুলোর অধিকাংশ কলকাতায় মুদ্রিত, কতক হস্তলিখিত যদিও এগুলোও পূর্বে ছাপা হয়েছিল কিন্তু মুদ্রিত সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য।

১। তাকবিয়াতুল ঈমান

আকারে ক্ষুদ্র হলেও এটাই খুব সম্ভব মওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈলের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পুস্তক। মুসলমানদের আকিদা ও আচরণ সংশোধন ও সুসঙ্গত করার বিধি বিধান এতে লিপিবদ্ধ করা হয়। রচনার সঠিক তারিখ জানা না গেলেও ১২৪০ হিজরীর কাছাকাছি (১৮২৩ খৃঃ) সময়ে ইহা প্রণীত হয় বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

বই খানা উর্দুতে লিখিত। একটি ভূমিকা এবং দুটো পরিচ্ছেদে লেখা শেষ করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তিনি ভূমিকা এবং প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের ঈমানে যে গলৎ ঢুকেছিল তারই আলোচনা করা হয়েছে এই অংশে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে "তাকবিয়াতুল ঈমান" বা ঈমানের বলিষ্ঠকরণ। এই বই খানা মীর শাহামত আল্লী ইংরেজীতে তর্জমা করেছেন। মওলানা ইসমাঈলের এক শিষ্য মওলবী মোহাম্মদ সুলতান "তাযকিরুল এখ্ওয়ান" নাম দিয়ে এর দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ করে মওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈলের পরিকল্পনা পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ পুস্তক আকারে দীর্ঘতর হলেও গুণে নিম্নতর।

তাক্বিয়াতুল ঈমানের ভূমিকায় মওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল—শুধু জ্ঞানী আর বিদ্বানগণই আল্লাহর কালাম বুঝতে সক্ষম,—এ অভিমতের সমালোচনা

তা শুধু বাহ্যিক সামঞ্জস্য মাত্র। অন্যথায় মৌলিক নীতি অনুসারে ইসলাম ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য নেই।

পরিশেষে আমরা একথা বলে এ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই যে, সমাজতন্ত্রবাদ কোন বিশ্বজনীন আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্যের তদানীন্তন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। অতএব যে অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য এ আন্দোলনের প্রয়োজন বোধ হয়েছিল সে অবস্থার জন্য উহা সময়োচিত হয়ে থাকলেও পাচ্যের জন্য এ অবস্থা অচল। পক্ষান্তরে ইসলাম একটি সার্বজনীন ব্যবস্থা। দেশ, কাল পাত্রভেদে এ ব্যবস্থা চিরন্তন। এর সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের বাহ্যিক কোন মোকাবেলাই হয়না। সমাজতন্ত্রবাদের চাকচিক্য দেখে দুনিয়া আজ যতই বিভ্রান্ত হোক না কেন কালের ঘূর্ণিব্যাত্যায় ঘুরতে ঘুরতে একে একদিন ইসলামের দিকে ফিরে আসতেই হবে।

তারা ফুৎকারের সাহায্যে আল্লাহর প্রদীপকে নির্বাপিত করার অভিলাষ পোষণ করে, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে প্রজ্জলিত রাখবেনই যদিও ইহা কাফেরদের অনভিপ্রেত হয়ে থাকে।

يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون

www.ahlehadeethbd.org

করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ উম্মি, অজ্ঞ, অশিক্ষিত জনগণের মধ্য হতেই তাদের শিক্ষাদানের জন্য রসূলুল্লাহকে (দঃ) উত্থিত করেছেন এবং আল্লাহর এতাআত বা আনুগত্যকে উম্মতের জন্য সহজসাধ্য করেছেন। মু'মেন মুসলমানের সম্মুখে দুটি কর্তব্য ঃ প্রথম আল্লাহকে চেনা যার তাৎপর্য হচ্ছে—অন্যসব উপাস্যকে অস্বীকার করা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে রসূলুল্লাহকে (দঃ) চেনা যার অর্থ হচ্ছে তাঁর শরিঅতকে মান্যকরা।—

প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক আল্লাহর একত্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন। তিনি সাধু-মহন্ত, পীর দরবেশ, ফেরেশতা, অলী আওলিয়া, প্রভৃতির প্রতি আত্মনিবেদনের মনোভাবকে ধর্মবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ধরণের আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের সমর্থনে যে সব যুক্তির অবতারণা করা হয় আল্লাহর কালাম সম্বন্ধে চরম অজ্ঞতাই তজ্জন্য দায়ী। তিনি বলেন, পূরাকালীন মূর্তিপূজকরাও ঐ একই ধরণের যুক্তি উপস্থাপিত করে বলত যে, আধ্যাত্মিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি এবং শক্তির প্রতীক সমূহকে তারা সম্মান দেখায় মাত্র, তাদিগকে পরম শক্তিধর আল্লাহর সমকক্ষ মনে করেনা। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং তাঁর কালামে-পাক কোরআন মজিদে এ সব মুশরেকদের উত্তর প্রদান করেছেন। অনুরূপ ভাবে মৃত সন্যাসী ও পুরোহিতদেরকে আল্লাহর প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য খৃষ্টানদিগকে তিরস্কার এবং সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ এক ও একক, তাঁর সঙ্গী সাথী বলতে কেও নেই। সেজদা আর কারও প্রাপ্য নয়। আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও সর্ব ব্যাপক শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকার এবং উহা কার্যে পরিণতকরণ; জীবন দান এবং জীবন হরণ, কারও রুজি রোজগার ও সয় সম্পত্তির প্রসারণ অথবা সঙ্কোচসাধন, রোগ প্রদান অথবা আরোগ্য বিধান, জয় মঞ্জুর করণ বা পরাজয় সাধন, সুখ সমৃদ্ধির ভাগ্য দান অথবা বিপদাপদ আপতিত করণ, মানুষের ইচ্ছার পরিপূরণ, অমঙ্গলের উৎসাদন, প্রয়োজন মুহূর্তে আশ্রয় দান এবং অভাব মোচন—এই সমুদয় গুণাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট, সুনির্ধারিত, অন্য কাউকেই এই গুণের দ্বারা বিভূষিত করা হয়নি। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারোর উপর—তার কামনায় অথবা দৃষ্টান্তে, কথায় কিম্বা কার্যে উপরোক্ত গুণাবলীর প্রভাবের কথাও আরোপিত করে—সে অবশ্যই শির্কের মহাপাতকে লিপ্ত হয়ে যাবে। একেই বলা হয় ইশরাক-ফিত্-তাছার্রুফ—অর্থাৎ আল্লাহর সেফাত বা গুণাবলীতে অংশিবাদিতা। সীমা লঙ্ঘনকারী এজন্য অবশ্যই অপরাধী সাব্যস্ত হবে—এমন কি সে যদি নবীদিগকেও উক্তরূপ গুণের অধিকারী ভেবে থাকে।

পুস্তকের ভাষা বেগবতী এবং হৃদয়গ্রাহী। তিনি এর ভিতর যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার প্রত্যেকটি কথার প্রমাণ কোরআন ও হাদীস থেকে পেশ করেছেন। এই জন্যই আলোচ্য বিষয় বস্তুর মূল্য এবং বইএর গুরুত্ব অনেক বর্ধিত হয়েছে।*

২। রিসালায়ে এক রোজা

তাকবিয়াতুল ঈমান ধর্মের পাট্টাদার প্রাচীন মোল্লা মৌলবীদের মহলে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টিকরল। নবাবিষ্কৃত এবং প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানের মাঝে যেন উপর থেকে এক অগ্নিগর্ভ বোমা নিক্ষিপ্ত হ'ল। এতদিন যাবৎ এ সব অনুষ্ঠান ধর্মীয় জোশের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়ে আসছিল আর আজ কিনা—মোহাম্মদ ইসমাইলের নিকট এসবের অনৌচিত্তের কথা শুনতে হয়! মওলানা ইসমাইলের যেকথা মোহান্ধ মোলবীদের ক্রোধবহ্নি বেশী উদ্রিক্ত করল সে ছিল এই ঃ

اس زمانے میں دین کی بات میں لوگ
کتنی راہیں چلتے ہے' کتنے پہلوں کی رسموں
کو پکڑتے ہیں' کتنے قصے بزرگوں کے دیکھتے
ہیں' اور کتنے مولویوں کی باتوں کو جو
انہوں نے اپنے ذہن کی تیزی سے نکالی ہیں
سند پکڑتے ہیں۔

---

* উরদু ভাষায় সমস্ত ধর্মীয় সাহিত্যের মধ্যে এই পুস্তকের যত বেশী কাটতি হয়েছে এমন আর কোন বই এর হয় নাই —তারাজেমে উলামায়ে হাদীস—৯৩—পৃঃ—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

"এই যুগে দীনের ব্যাপারে মানুষ কত পথেই না চল্‌ছে। কত রকম আচার অনুষ্ঠান পালন করছে, কত রকম দৃষ্টিতে প্রাচীন বুজর্গদের দেখ্‌ছে আর অনেক মৌলবী নিজেদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে যা বলে থাকে—এরা (জনসাধারণ) তাই প্রমাণসিদ্ধ-রূপে গ্রহণ করে।

মওলানা শাহ ইসমাঈলের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একদল মৌলবী কোমর বেধে লেগে গেলেন। তারা মওলানা ইসমাঈলকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে অভিযোগের জওয়াব দিতে হ'ল। এই জওয়াব পারসীতে একদিনে লেখা হয়েছিল। এজন্যই এই পুস্তিকার নাম দেওয়া হয়েছে **'রেসালায়ে এক রোজা'**।

বিরোধী মৌলবীদের নেতা মওলানা ফয্‌লে হক দেহলভী মওলানা ইসমাইল শহীদের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেন যে আল্লাহ মোহাম্মদের (দঃ) অনুরূপ একজন রসুল সৃষ্টি করতে পারেন।

মওলানা ফয্‌লে হক দাবী করলেন,

আল্লাহ মোহাম্মদের (দঃ) ন্যায় আর একজন রসুল পয়দা করতে অক্ষম।

আল্লামা ইসমাঈল উত্তর দিলেন, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহলে অবশ্যই সৃষ্ট করতে পারেন—তিনি তাঁর উক্তির সমর্থনে কোরআনের এই আয়াত উধৃত ক'রে মোক্ষম জওয়াব প্রদান করলেন ঃ

اليس الذى خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم' بلى وهو الخلاق العليم

যে আল্লাহ আসমান এবং জমিন পয়দা করেছেন, তিনি কি অনুরূপ জিনিষ পয়দা করতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা সর্বজ্ঞাতা।—সুরা ইয়াসীন

প্রবীন মওলানা ফয্‌লে হক তার অভিযোগে ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে অত্যন্ত অধৈর্য এবং চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু নবীন মওলানা ইসমাঈল তাঁর "রেসালায়ে এক রোজা"য় অত্যন্ত শান্তভাবে এবং ধৈর্যের সঙ্গে কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ পুঞ্জি উধৃত করে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করলেন। এই রেসালা প্রকাশিত হওয়ার পর মওলানা ফয্‌লে হক পরিতৃপ্ত না হ'লেও একদম নীরব হয়ে যান।

৩। তানবীরুল আইনাইন ফি এসবাতে রাফ্‌উল ইদাইন

এই পুস্তকে মওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল বহু ছহীহ হাদীস উধৃত করে প্রমাণ করেন যে, নামাজে (তিন (স্থানে হস্ত উত্তোলন—রাফ্‌উল ইদাইন—সুন্নতে গাইর মুয়াক্কাদা এবং মুসলমানদের উহা পালন করা উচিত। কিন্তু যারা রাফ্‌উল ইদাইন করে না তাদের গালি-গালাজ করা কিম্বা করতে বাধ্য করা উচিত নয়। লেখকের চাচা বিখ্যাত আলেম শাহ আবদুল কাদির এই পুস্তক রচনার জন্য শাহ ইসমাঈলকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। *

---

* আল্লামা ইসমাঈল এই কেতাবে হস্ত উত্তোলনের প্রশ্ন আলোচনা ছাড়াও তকলিদ সম্পর্কেও তাঁর অভিমত দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন—

وقد غلا الناس فى التقليد وتعصبوا فى التزام تقليد شخص معين حتى منعوا الاجتهاد ومنعوا تقليد غير امامه فى بعض المسائل وهذا الداء العضال التى اهلكت الشيعة فهولاء ايضا اشرفوا على الهلاك الا ان الشيعة قد بلغوا اقصاها تجوزوا رد النصوص بقول من يزعمون تقليده وهولاء اخذوا فيها واولوا الوايات المشهورة الى قول امامهم -

অর্থাৎ জনসাধারণ তকলিদের ব্যাপারে অতি বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে আর একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির তকলিদকে অপরিহার্য ক'রে এরূপ হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছে যে, তারা ইজ্‌তেহাদের দ্বার চিররুদ্ধ করে ফেলেছে এবং নিজেদের ইমাম ছাড়া যে কোন একটি মসলাতেও অপর ইমামের অভিমত গ্রহণ করা নিষেধ করে দিয়েছে। ইহা এমন একটি কঠিন ব্যাধি যা শিয়াদিগকে হালাক করে দিয়েছে, আর মুকাল্লেদ-গণও এজন্যই ধ্বংসের সম্মুখীন হতে চলেছে--পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, শিয়ারা স্বীয় ইমামদের উক্তির মুকাবেলায় স্পষ্ট দলীলসমূহকে পুরাপুরি রদ ক'রে শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে অপর পক্ষে মুকাল্লেদগণ প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ হাদীসগুলোর স্বীয় ইমামদের উক্তি মাফিক অর্থ নির্গত করার চেষ্টা করে থাকে।—অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪ হাকিকতে ইমামৎ *

এই গ্রন্থখানা দুই খণ্ডে বিভক্ত এবং পারসী ভাষায় লিখিত। ইহাতে ইমামৎ বা মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামী আদর্শের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ইমামৎ সম্পর্কে ইসলামী ধ্যান ধারণার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। মিল্লতের ভাগ্য পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে ইমামের ভিতর এই পাঁচটি গুণ থাকা অপরিহার্য।

১। ওয়েজাহাত—ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য ও আল্লাহর প্রিয়ত্ব।

২। বেলায়ত—সাধুতা, সুচরিত্র ও সদাচরণ।

৩। বে'সত—ধর্মীয় প্রচার অনুরাগ।

৪। হেদায়ত—ঐশ্বরিক পথ নির্দেশ।

৫। সিয়াসত—শাসন ক্ষমতা।

এই পুস্তকে ইসলামী দৃষ্টি কোণ থেকে এই গুণাবলীর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে ইমামতের বিভিন্ন প্রকরণের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রকৃত ইমামতের লক্ষণ হচ্ছে রসুলুল্লাহর (দঃ) আচরণের সনিষ্ঠ অনুসরণ। ইসলামী রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র শাসনের অনৈসলামিক পদ্ধতি রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গ্রন্থকার এই অভিমত সঠিকভাবেই ব্যক্ত করেছেন যে, রাজতন্ত্র এবং ইসলামী ইমামতের ভিতর আপোষের কোন উপায় নেই। তিনি বলেন,

"সিয়াসতে ঈমানী হচ্ছে ঐশ্বরিক বিধান অনুযায়ী মুমেনের শাসন। তুলনায়—সিয়াসতে সুলতানী বা রাজতন্ত্রকে লোনা পানি এবং সিয়াসতে ঈমানীকে মিঠা পানি মনে করা যেতে পারে। মিঠা পানির সঙ্গে যে পরিমাণ লোনা পানি তুমি মিশাবে, মিঠা পানি সেই পরিমাণে তার স্বাদ হারাবে এবং লোনা পানির গুণ সক্রিয় হয়ে উঠবে।"

৫। ইজাহুল হাক্কুস সরিহ্

মৃতু ব্যক্তির গোর সম্বন্ধে পারসী ভাষায় লিখিত এটি একটি মূল্যবান রচনা। এতে আছে একটি উপক্রমণিকা, দুইটি পরিচ্ছেদ এবং একটি উপসংহার। উপক্রমণিকায় লেখক কবরকে কেন্দ্র ক'রে ভারতীয় মুসলমানদের ভিতর যে সব অনৈসলামিক বেদআতী অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং আসল পুস্তকে মৃতকে কবরস্থ করার সঠিক ইসলামী পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। *

৬। সিরাতুল মুস্তাকীম

মওলানা ইসমাঈল শহীদ বিরচিত পার্সী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সিরাতুল মুস্তাকীম বা 'সরল পথ' সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সৈয়দ আহমদ শহীদের তত্ত্ব কথা বলে পরিচিত বিষয়াসমূহের পূর্ণ বিবরণ এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থকারের এই গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জ্ঞানে বিভূষিত একনিষ্ঠ সাধক সৈয়দ আহমদ শহীদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই গ্রন্থের বিঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়ার অধিবাসীদিগকে সৈয়দ আহমদের ন্যায় মহান সাধকের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং অনুপ্রাণালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত করা।

৭। উসূলুল ফিক্হ

ইহা আরবীতে মাত্র ৩৬ পৃষ্ঠার একটি মুদ্রিত পুস্তিকা। ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রের (ফিক্হ) মূলনীতির সীমা নির্দেশের উদ্দেশ্যে লিখিত। মওলানা

---

* লেখক হাকিকতে ইমামত···শিরোনামে যে পুস্তকের আলোচনা করেছেন সে পুস্তকের প্রকৃত নাম **মনসবে ইমামৎ**। ১ম খণ্ড **হাকিকতে ইমামৎ** ইমামতের তাৎপর্য এবং **আহকামে ইমামৎ**—ইমামতের কর্তব্যাবলী আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার ২য় খণ্ড সমাপ্ত করার সুযোগ পান নাই।

দেখুন ডক্টর মওলানা আবদুল বারীর সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর রাজনীতি তর্জুমান ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ৭৩ পৃঃ

তারাজেমে উলামায়ে হাদীস, হিন্দ ৯৭ পৃষ্ঠায়।

* পুস্তকটির পূরা নাম হচ্ছে—আল-ইযাহুল হাক্কেস সরিহ্ বে-আহকামেল মাইয়েতে ওয়ায্যরিহ্। বইখানার উর্দু তর্জমাও বের হয়েছে।—অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদ ইসমাঈল এই পুস্তিকায় ইসলামী আইন ও ব্যবহারিক বিধির উৎস সমূহ,—কোরআন, হাদীস ইজমা ও কিয়াস এবং উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর সংক্ষেপে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে আলোকপাত করেছেন। †

অন্যান্য রচনা ঃ

এ সব ছাড়া মওলানা শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল বহু ঐতিহাসিক চিঠি লিখেছেন বলে মনে করা হয়। এগুলোর মধ্যে দুটো চিঠি সুরক্ষিত রয়েছে। একটি আরবীতে মোল্লা বাগদাদীর নামে লিখিত আর অপরটি টঙ্কের নওয়াব ওয়াজিরুদ্দৌলাকে পারসীতে লিখিত। ইনি সৈয়দ আহমদ শহীদের অন্যতম উৎসাহী শিষ্য ছিলেন। এই চিঠিখানা মুজাহিদ বাহিনী শিখদের সঙ্গে জিহাদে রত থাকা অবস্থায় লিখা হয় এবং টঙ্কের অধিপতিকে যথাশক্তি মুজাহিদ বাহিনীকে সহায়তা করতে আহ্বান জানান হয়।

মওলানা ইসমাঈল কিছু সংখ্যক কবিতাও লিখে গেছেন আর সে কবিতাও কোন দিক দিয়েই অবহেলার যোগ্য নয়। তিনি তাঁর গুরু মওলানা সৈয়দ আহমদের প্রশংসায় পার্সীতে একটি কাসিদা লেখেন তার মাত্র দুই ছত্র নিম্নে উল্লিখিত হল ঃ

دریں زمان توی جای نشیں پیغمبر
خلیفہ وخلف و وارث ووصی رشید

উর্দুতে তিনি 'সিল্‌কে নূর'—'আলোর সূত্র' শীর্ষক মসনবী রচনা করেন। এর শুরু হচ্ছে এইরূপ ঃ

الٰہی تیرا نام کیا خوب ہے
کہ ہرجان کو وہی مطلوب ہے
اسی سے ہے ہردل کو آرام وچین
وہی سب زبانوں کا ہے زیب و زین

প্রভু হে। তোমার নামে কী মাধুর্য।

সকলেরই কাম্য সেই নাম! সেই নামেই প্রতি হৃদয়ের আরাম, ঐ নামেই সব ভাষার সুষমা, শান্তি ও সৌন্দর্য।*

---

† এই পুস্তিকা সম্বন্ধে—মওলানা আবু য়াহ্‌ইয়া বলেন, ফেকার গ্রন্থ এই পুস্তিকায় সংক্ষেপে এমনভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে যেন সাগরকে একটি গোষ্পদে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। পুস্তিকার শুরুতেই বলা হয়েছে ঃ

لاحاکم الا اللہ الا لہ الخلق والامر ولیس
بشی من المخلوقات کالعقل وغیرہ ان یثبت
شیأ من الا حکام

আল্লাহ ব্যতীত কোন হাকেম নাই। জেনে রাখো, সৃষ্টি এবং আদেশ একমাত্র তাঁর জন্যই সুনির্দিষ্ট। সৃষ্ট বস্তুর ভিতর কোন বস্তু—এমন কি বুদ্ধি প্রভৃতিও (শরীয়তের) হুকুম আহকামে কোন প্রভাব খাটাতে বা অংশ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।

কেয়াস সম্বন্ধে তিনি বলেন, "শুধু কেয়াসের ভিত্তিতে আল্লাহর কেতাবের প্রকাশ্য অর্থ পাল্‌টিয়ে অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না—সে কেয়াস যতই সহিহ্ হোক না কেন।"

সুন্নতের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেন, "শরীঅতের হুকুম সাবেত করার জন্য মুতাওয়াতের সুন্নত আল্লাহর কেতাবের ন্যায়ই।"

তকলীদ সম্বন্ধে এই পুস্তিকায় বলা হয়েছে,

ليس للمسلم ان يقلد احدا فيما حصل لہ
بالاجتہاد اختیاریا کان او اضطراریا

কোন মুসলমানের এ অধিকার নাই যে, যে মসলা সে নিজে এজ্‌তেহাদ ক'রে বের করতে পারে তাতে অন্য কারোর সে তকলিদ করে—সে তকলিদ স্বৈচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক হোক।"

এ ধরণের তকলিদ তো হারাম আর হালাল তকলিদের বর্ণনা তিনি এই ভাবে দিয়েছেন ঃ

তকলিদ ওয়াজেব নয়, কিন্তু কোন ব্যাপারে কারো সামনে যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, নিজের চেষ্টায় শান্তি না পায় তখন নির্ভরযোগ্য কোন আলেমকে মসলা জিজ্ঞেস করে নেবে এটাই তার পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির তকলিদ ওয়াজেব নয়।—উসূলে ফিক্‌হ, উর্দু তর্জমা হতে।

* মোহাম্মদ জা'ফর থানেশ্বরী, তাওয়ারিখে আযিবা, ১৪৯ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

আদর্শবাদের যুগান্তকারী মহিমা

আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরাশী (রহঃ)

আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! লাইলাহা ইল্লাল্লাহু! আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! ওয়া লিল্লাহিল হামদ!

একদল লোক বলে থাকে, মানুষ কয়েকটি ভৌতিক উপাদানের সমষ্টিমাত্র, সুতরাং তার পক্ষে কেবল বস্তুবাদী হওয়াই স্বাভাবিক। দৈহিক কামনায় পরিতৃপ্তি সাধন ব্যতীত মানুষের জীবনের অন্য কোন উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্য থাকতে পারেনা। এই মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য ঈদে-কুরবানের উৎসব সমারোহ প্রতি বৎসরের মত এবারেও ফিরে এসেছে।

আজ দশম যুলহিজ্জাহ! আরাফাত প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ নর-নারী গতকাল তাদের একমাত্র প্রভুর করুণা ভিক্ষা করার জন্য "জবলে রহমত" ঘিরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমস্ত অপরাহ্নটা দাঁড়িয়ে কাটিয়েছিল। মুযদলফায় নিশিপালন করে তারা প্রত্যুষে সব্বাই মীনা প্রান্তরে ছুটে চলেছে তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে কুরবানী উৎস্বর্গ করতে। মীনার উপত্যাকা ছাড়াও ইসলাম জগতের প্রত্যেক জনপদেই আজ রক্তদানের উৎসব চল্‌বে! আজকের দিনে সৃষ্টিকর্তার নামে রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে শ্রেষ্ঠ পুণ্য আর কিছুই নেই!

এ কিসের কুরবানী? কেন এ রক্তপাতের হুড়াহুড়ি? এ পিতা ইব্‌রাহিমের সুন্নত! পশুর রক্ত মাটি স্পর্শ কর্‌তে না কর্‌তেই যে সংকল্প আর নিষ্ঠা এর পটভূমিকায় মু'মিনের অন্তরের মণিকোঠায় লুকিয়ে আছে, আল্লাহর কাছে তা গ্রাহ্য হয়ে যায় অথচ গোশ্‌ত আর রক্ত তাঁর কাছে পৌঁছায় না। নাস্তিক্যবাদী বস্তুতন্ত্রীদের এ'কথা বোধগম্য হওয়া সহজ নয়, কারণ গোশ্‌ত আর রক্তের তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখ্‌লেও মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় কি বিরাজ করে, আণবিক প্রেক্ষামন্দিরে আজও তা ধরা পড়েনি। কিন্তু টলেমী, গ্যালিলিও আর নিউটনের লেবরিটরীতে অ্যাটম আর হাইড্রোজেনের তথ্যও ধরা যাচ্ছিলনা আর আজও দু'চার রাষ্ট্র ছাড়া কেইবা আণবিক রহস্যের দ্বার যথাযথ উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছে?

রসূলুল্লাহর ফযিলত বর্ণনা করেও তিনি কবিতা রচনা করেছেন। নমুনা পেশ করছি:

نبی البرایا رسول کریم
نبوت کے دریا کا در یتیم
حبیب خدا سید المرسلین
شفیع الوری هادی راه دین

....

بظاهر ہے گو مقطع الانبیاء
حقیقت میں ہے مطلع اصفیا
ہوا دل ہی ہے ہر طرح اس کا نور
بظاهر کیا گو کہ آخر ظهور

... ...

الٰہی ہزاروں درود و سلام
تو بھیج اس پر اور اسکی امت پہ عام

প্রবন্ধকার মওলানা ইসমাইল শহীদের একটি উল্লেখ যোগ্য কেতাব সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এই গ্রন্থের নাম عبقات—আবকাত। আবকাত মূলতঃ ইলমে তাসাওওফের কেতাব হলেও এর ভিতর ইলমে কালামেরও বহু আলোচনা এসে গেছে। আরবীতে লিখিত এই কেতাবে তাসাওওফ ও কালামের বহু প্রশ্নের কোরআন ও হাদীসের আলোকে বোধগম্য ভাষায় সময়োপযোগী সমাধান পেশ হয়েছে। একটি উপক্রমণিকা, চারিটি ইশারা এবং একটি উপসংহার নিয়ে এই পুস্তক। সুবিজ্ঞ আলেমদের জন্য যথেষ্ট চিন্তার খোরাক এর ভিতর রয়েছে।—অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাই বলে কি চন্দ্রলোক অভিযানের বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে?

কুরবাণীর পশ্চাৎ ভূমিতে যে সংকল্প আর নিষ্ঠা বিরাজ করছে তার সম্যক পরিচয় লাভ করতে গেলে কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের পাতা পাল্টাতে হবে।

অন্যূন চার হাজার বৎসর পূর্বে যুলহিজ্জার নবমী তিথির প্রভাতে ভুবন-বিখ্যাত মক্কা নগরীর সন্নিহিত মীনার উপত্যকায় এক রোমাঞ্চকর অভূতপূর্ব ঘটনা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এক অশীতিপর বৃদ্ধ তাঁর নয়নমণি, হৃদয়ের বল, বার্ধক্যের সহায় স্বীয় আদর্শের সহচর ও উত্তরাধিকারী পিতৃবৎসল, সুদর্শন একমাত্র কিশোর পুত্রের হাত পা বেঁধে তাকে অধোমোখে ভূপাতিত করে তার গলায় তীক্ষ্ণধার ছুরি পুনঃ পুনঃ চালনা করছিলেন, আর পুত্রও বারম্বার তার গলা অধীর আগ্রহে ছুরির তলায় বাড়িয়ে দিচ্ছিল!

এ'বৃদ্ধের কি মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল? না তাঁর দৈহিক কামনার কোন ক্ষুধা তাঁকে এই নিষ্ঠুরতার জন্য প্ররোচিত করেছিল? দুইয়ের একটাও নয়! আর এই অদ্ভুত পুত্রটি সম্বন্ধেই বা কি বলা যেতে পারে?

একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে জীবনের সায়াহ্নকালে কর্মক্লান্ত ও পথভ্রান্ত বৃদ্ধ পিতার জড়দেহের কোন কামনাই যে পরিতৃপ্ত হ'তনা, সে কথা না বল্লেও চলে।

আর তিনি বিকৃত-মস্তিষ্কও ছিলেন না। নিখিল ধরণীতে যে সব মানুষ স্রষ্টকর্তার প্রতি তাঁর একত্ব ও সার্ব-ভৌমত্বের প্রতি আর তাঁর অপরিসীম করুণার প্রতি আস্থাশীল, যারা সৃষ্টিকে উদ্দেশ্যহীন আর নিরর্থক বলে মনে করেনা, যারা মৃত্যুকে সবকিছুর পরিসমাপ্তি বলে বিবেচনা করেনা, ইহলৌকিক জীবনের পরপারে যারা কর্মের প্রতিফল ভোগ করার জন্য তাদের স্রষ্টকর্তার সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, এইবৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাদের সকলেরই জনক! এককথায় জাহানে ইসলামের পিতা! হয় আদর্শগত নয় বংশপরম্পরায়! ইনি বিকৃত মস্তিষ্ক হবেন কি করে? এ অভিযোগ সত্য বলে মান্‌তে গেলে চার হাজার বৎসর ধরে সেমেটিক গোত্রে মুসা, ঈসা, দাউদ, সুলায়মান, ইয়াকুব, ইসহাক, আশঈয়া ও ইয়াহইয়া, আলইয়াসা ও যাকারিয়া প্রভৃতি যেসব মহাপুরুষের অভ্যুদয় ঘটেছে, তাঁদের সব্বাইকে মতিচ্ছন্ন বলে স্বীকার করতে হবে। আর শুধু সেমিটিকদের কথাই বা বলি কেন? এরিয়ান আর মঙ্গেলিয়ানদের মধ্যেও যারা নবী ও রসুলগণের পরিগৃহীত পথ ধরে ঐশ-প্রেম আর সাধুতার উচ্চতর লক্ষ্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদেরও পাগল সাজাতে হবে। কারণ এরা সকলেই উল্লিখিত বৃদ্ধেরই প্রবর্তিত আদর্শের পতাকাবাহী ও ধারক!

এতে ক'রে কি বুঝ্‌তে পারা যায়? পঞ্চভৌতিক দেহের কামনার উর্ধেও মানুষের আরও কিছু কামনা বাসনা আর বস্তুতান্ত্রিক ক্ষুৎপিপাসা ছাড়াও মানুষের অধ্যাত্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা বলেও কিছু রয়েছে, একথা প্রমাণিত হয় না কি? আরও প্রমাণিত হয় না কি যে, মানুষ কেবল জড়পদার্থের যন্ত্রবিশেষ নয়? তার জড় উপাদানের সঙ্গে চিন্ময় চৈতন্যস্বরূপের এমন অচ্ছেদ্য সম্মেলন ঘটান হয়েছে যে, তার এই চেতনাই তাকে স্রষ্টার নিবিড় পরিচয় আর তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য আকুল করে রেখেছে। ইহাই স্বভাব আর প্রকৃতির বিধান।

জড়দেহে পানাহার আর যৌন সম্ভোগের অরুচিকে যেমন একটা উৎকট ব্যাধি মনে করা হয়, স্রষ্টার অস্বীকৃতি আর তাঁর সান্নিধ্য লাভ আর মিলনের অরুচি ও বিতৃষ্ণাও তেমনি মানুষের চৈতন্য স্বরূপের পক্ষে মৃত্যুবানই বিবেচিত হয়ে থাকে। বস্তুবাদী বিষেজ্ঞদের বৈশিষ্ট হচ্ছে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাপয়ানোর জন্য উপদেশ বিতরণ করা, কিন্তু তাঁরা একথা ভুলে যান যে, পরিবেশ স্থিতিশীল ও ও অপরিবর্তনীয় অবস্থার নাম নয়, পরকীয়া স্বভাবের ঔরসে এর জন্ম হয়ে থাকে। কিন্তু যা সত্য ও চৈতন্যস্বরূপ, তা পরিবর্তনশীল হয় না, শাশ্বত সনাতন আর অবিচল হয় সত্যের বুনিয়াদ! তাই আমরা লক্ষ্য করি, ইতিহাসের নাগালের পূর্ববর্তী যুগ হতে আজ পর্যন্ত শত্যবাদীগণের কণ্ঠ থেকে যে বাণী ধ্বনিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়েছে, তার সুর স্থান কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন হলেও মৌলিক দিক দিয়ে বাণীর আদর্শ কোন স্থানে আর কোন কালেই বিভিন্ন হয়নি। আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে পরিবেশের সঙ্গে কখনও আপোষ করতেও তাঁরা ইতস্ততঃ করেননি। আদর্শকে বাস্তবায়িত করার পথে রাষ্ট্র, সমাজ, জনক-জননী এমন কি প্রাণাধিক সন্তানদের বর্জন করতেও তাঁদের দ্বিধা হয় নি। এই পথে চল্‌তে গিয়ে সঙ্গী-সাথী না পেলেও তাঁরা শত বাধা বিপদ তুচ্ছ করে একাই এগিয়ে চলেছেন। পরকীয়া মনোবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা সত্যধর্মীদের কোন কালেও স্পর্শ করতে পারেনি। একনিষ্ঠ আদর্শবাদী আর সুযোগ সন্ধানীদের মধ্যে তফাৎ এই খানে! ইসলামের দার্শনিক কবি ইক্‌বাল যুগীয় গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করার জন্য পুরাতন প্রবাদের সংশোধন কল্পে ইংগিত দান করেছেন, "যামানা বা তু নাসাযাদ—তু বা যামানা সাযেয"! যুগের পরিবেশ যদি তোমার অনুকূল না হয়, তাহলে তুমি স্বয়ং যুগের সঙ্গেই সংগ্রাম চালিয়ে যাও!

হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (দঃ) তওহীদ মন্ত্রের সাধনায় পুরোপুরিভাবেই সিদ্ধি লাভ করতে পেরেছিলেন বলে 'হানীফ' হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। মুসলিম সমাজকেও হুনাফা বলা হয়েছে। একথার তাৎপর্য স্বরূপ কোরআনে স্পষ্ট ভাবেই কথিত হয়েছে যে,

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لله

'মানবসমাজকে শুধু একমাত্র আল্লাহর একনিষ্ঠ এবাদতের জন্যই আদেশ আর দীনকে কেবল তাঁর জন্য অবিমিশ্র করে তুলে ধরে 'হানীফ' হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একনিষ্ঠ ভাবে ঐকান্তিকতা সহকারে একমাত্র আল্লাহর অবিমিশ্র দাসত্বের পথে অগ্রসর হতে গেলে মিথ্যার প্রহেলিকা ও ভ্রুকুটি, বিপদের ঝড় ঝঞ্ঝা ও আগুন আর সুখ-সুবিধায় সুযোগ ও লোভগুলিকেই শুধু উপেক্ষা আর পদদলিত করাই যথেষ্ট হবেনা, তাঁর পবিত্র স্নেহ আর অনাবিল প্রেমের পরশ পেতে হলে জড়দেহের কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎশর্যের যে আকর্ষণগুলি মত্ত মাতঙ্গের মত পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, কঠোর হস্তে সেগুলিকেও নিষ্পেষিত করতে হবে।

ইব্‌রাহীম খলীল ইরাকের রাজধানী উর নগরের প্রধান পুরোহিতের জ্যেষ্ঠ পুত্র হ'য়েও রাজত্বের বৃহত্তম মন্দিরের বিগ্রহগুলি চূর্ণ করেছিলেন, পিতা, পুরোহিত চক্র ও রাষ্ট্রাধীপতির সহিত তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদের সকলকে পরাজিত করেছিলেন, ঐশ প্রেমের অনুরাগ তাকে দেশের গতানুগতিক-পরিবেশের সঙ্গে আপোষ করার অনুমতি দেয়নি। এর ফলে তাকে ইরাকের সম্রাট নমরুদের কোপানলে পতিত হ'তে হয়েছিল, রাজদ্রোহ এবং ধর্মদ্রোহের অপরাধে তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছিলেন. কিন্তু যার প্রেম-রস তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন তিনি ইব্‌রাহীমকে ধ্বংস করতে চাননি, সুতরাং অগ্নি পরীক্ষাতে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এর পর ওঁকে দেশত্যাগী হ'তে হয়েছিল, বিদেশেও তাঁর সম্ভ্রমহানী করার রাজকীয় ষড়যন্ত্রজালে তিনি পতিত হয়েছিলেন। এ পরীক্ষাতেও তিনি জয়লাভ করেছিলেন। এর পর আল্লাহর নির্দেশক্রমে ওঁকে তাঁর প্রথম শিশু পুত্র আর তার জননীকে বনবাস দিতে হ'য়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত যতগুলি পরীক্ষায় ওঁকে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছিল সমস্তই বাধ্যতামূলক ছিল অর্থাৎ ওঁকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, যার ব্যতিক্রম করা ওঁর সাধ্যায়ত্ব ছিলনা। তাঁর সম্মুখে তখন মাত্র দুটি পথ উন্মুক্ত ছিল, একটি পরিবেশের সঙ্গে আপোষ আর অন্যায় ও অসত্যের কাছে আত্ম-সমর্পন করা আর দ্বিতীয়টি ছিল ব্যক্তিগত অবস্থা আর কর্মের ফলাফলকে উপেক্ষা করে স্বীয় আদর্শে সুদৃঢ় থেকে কর্তব্য পথে শুধু এগিয়ে চলা। অর্থাৎ কবির ভাষায়ঃ

তুই বারে বারে জ্বালবে বাতী
হয়ত বাতি জ্বলবে না।
তা' বলে ভাবনা করা চল্‌বেনা।

সুযোগ সন্ধানীরা হয়ত বল্‌বেন, সত্যের আবার

www.ahlehadeethbd.org

মূল্য কি? মিথ্যাবলে যদি একটা পাত্লুন মিলে যায়, সে মিথ্যা সত্যের চাইতে কি উত্তম নয়? এ ধৃষ্ট উক্তির আসল কথাটি হচ্ছে প্রাণহীন, আদর্শহীন দর্শন; যার কোন গোড়াও নেই, শেষও নেই। যাতে কোন সঞ্জিবনী প্রেরণাও নেই। জীবনের সৃষ্টি আর পরিণতি সম্বন্ধে এই বস্তুবাদী আদর্শহীনদের কোন ধ্যান ধারণা থাক্তে পারে না, এরা যখন যেমন, তখন তেমন! ঠিক যেন অভিশপ্তা বারবণিতার অভিসার! এদের দার্শনিক সূত্র অনুসারে অধ্যাত্ম জীবনের দিক-দিশারীগণ কেন, গেলিলিও আর সক্রেটিসদেরও পাগল বল্তে হবে। কারণ যাঁরা অম্লানবদনে স্বহস্তে বিষপান করে আর অনলকুণ্ডে ভস্মীভূত হয়েও নিজের সিদ্ধান্ত পরিহার করতে রাজী হন নাই, তাঁদের পাগল ছাড়া এই সুযোগ সন্ধানীরা আর কি বল্বেন?

কিন্তু মহিমান্বিত রসূলগণ কেবল সত্যের সাধকই নন, তাঁরা সত্যের প্রত্যক্ষ প্রতীকও বটেন! সত্যের সাধনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ হলেও যাঁরা সত্যের প্রতীক অথবা জলন্ত সত্য তাঁদের আসন অধিকার করা সাধ্য সাধনারও অতীত! বাধ্যতা-মূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সত্যাগ্রহী বা সত্যবাদী হ'তে পারা যায় বটে, কারণ এসব ধৈর্য্যের পরীক্ষা! কিন্তু স্বয়ং সত্য হ'তে গেলে বাধ্যতামূলক পরীক্ষা ব্যতীত পূর্ণ আত্মসমর্পণের পরীক্ষাতেও স্বেচ্ছায় অগ্রসর হতে হয়। এস্থানে রিক্ততা আর অনুরাগের ঐকান্তিকতাই প্রেম-সাধনার প্রেরণা যোগায়। বিশ্ব সংসারে কেউ নেই, পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী কিছুই নেই, আছি কেবল আমরা দু'জন, আমি আর তুমি! আর সে আমিত্বেরও স্বতন্ত্র কামনা, বাসনা, ইচ্ছা আর অনিচ্ছা বলে কিছুই নেই! ইচ্ছা কেবল তোমারই, আদেশ কেবল তোমারই!

ان صلوتی ونسکی ومحیای ومماتی لله
رب العلمین' لاشریك لـه وبذلك امرت وانا
اول المسلمین -

আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ বলে কিছুই নেই, সবাই বিশ্বপতি আল্লাহর! কেউ তাঁর অংশীদার আর সমকক্ষ নয় আমি কেবল তাঁরই নির্দেশে চল্‌ছি আর আমি প্রথম মুসলমান!

একনিষ্ঠ ইব্রাহীম বিশ্বপতির সৌহার্দ কামনা করেছিলেন, শুধু বন্ধুত্ব লাভ করতে চাননি। লৌকিক প্রেম, আসক্তি, মমতা আর আকর্ষণের সমুদয় স্নেহ-রসকে নিঙড়িয়ে শুষ্ক উষর ভূমিতে পরিণত না করা পর্যন্ত হৃদয় ভূমিকে ঐক্যপ্রেমের জল তরঙ্গ প্লাবিত করেনা। তাই ১০ম যুলহিজ্জার প্রভাতে

فاما اسلما وتلـه للجبین' وناديناه ان
يا ابراهيم قـد صدقت الرؤيا' انا كذلـك
نجزى المحسنين' ان هـذا لهو البلاء المبين'
وفديناه بذبح عظيم' وتركنا عليه فى الاخرين'
سلام على ابراهيم -

যখন পিতা পুত্র উভয়েই তাঁদের প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, আর পিতা তাঁর প্রাণপ্রতীমকে পিছন হ'তে জাপ্টে ধরে উপুড় করে আছাড় দিলেন, তখন আমরা হাঁক দিয়ে বল্লাম, ওহে ইব্রাহীম, শোন, ক্ষান্ত হও। তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যই বাস্তবে পরিণত করে দিখিয়েছ! দেখ, সদাচার শীলদের আমরা এই ভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। দেখ, এটা আমার প্রেম ও প্রীতিলাভ করার একটা জলন্ত পরীক্ষা মাত্র! আমরা মহান কুরবানীর বদলা দিয়ে ইসমাঈলকে ছাড়িয়ে নিলাম আর এই কুর-বানীর নিয়ম পরবর্ত্তীদের মধ্যে প্রবর্তিত করে রাখলাম! **"ইব্রাহিমের প্রতি ছালাম"!**

আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর লাইলাহা ইল্লাহু! আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! ওয়া-লিল্লাহিল হামদ!

কুরবানীর মসায়েল

১। যারা সঙ্গতিপন্ন, তাদের জন্য কুরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা—আহমদ, ইব্‌নে মাজা, দারকুত্‌নী ও হাকেম।

২। কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ঈদুল-আয্‌হার হিলাল উদিত হওয়ার পর তাহাদের নখ আর মস্তক ও শরীরের লোম কর্তন করিবেনা—আহমদ, মুসলিম, দারকুত্‌নী ও বয়হকী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩। নবম যিল হজ্জে আরাফাত ময়দানে সমবেত হাজীগণ ব্যতীত অন্য সকলের জন্য ছিয়াম মুস্তাহাব—আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

৪। প্রত্যেক গৃহস্থের জন্য তাঁহার পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে অন্ততঃ একটি কুরবানী করা উত্তম—মালিক, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও বয়হকী।

৫। উট, গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, পুং বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীকে জবাহ করিলে তাহা উযহিয়ার কুরবানী বলিয়া গণ্য হইবেনা।—সুরত আল-হজ্জ, ৩৪ আয়াত।

৬। কুরবানীতে যত অধিক রক্ত প্রবাহিত করা হইবে, ছওয়াবের পরিমাণও তত অধিক হইবে—তিরমিযী ও ইব্‌নে মাজা।

৭। শিংযুক্ত হৃষ্টপুষ্ট যে ছাগলের চক্ষুর চারিপাশ কাল আর মুখের অগ্রভাগ কাল আর চারি পায়ের নিম্নাংশ কাল সেই কুরবানীর পশুকে রসূলুল্লাহ (দঃ) পছন্দ করিয়াছেন—আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌নে মাজা।

৮। একই পরিবারের লোক সংখ্যা ৭ জন হউক অথবা তাহার কম হোক কিম্বা অধিক হউক—একটি উট, গরু বা দুম্বা ছাগলে তাহারা সকলেই শরীক হইতে পারিবে। ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের সিদ্ধান্ত ইহাই। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ করিয়াছেন—ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদও এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল হানাফী বিদ্বানগণ বলেন, এক পরিবার ভুক্ত হলেও ৭ জনের অধিক এক গরুতে শরীক হওয়া চলিবেনা আর ছাগলে কোন শিরকত নাই।

৯। আর যাহাদের পরিবারবর্গ বা ঘরবাড়ী নাই—যাহারা প্রবাসী—তাহারা একটি উটে বা গরুতে ৭ জন শরিক হইতে পারে। ছাহাবাগণের মধ্যে হযরত আলী, ইবনে মছউদ, ইবনে আব্বাস আর জননী আয়েশার অভিমত ইহাই।

তাবেয়ীগণের মধ্যে আতা, তাউস, সালিম ও হাসান বসরী আর ইমামগণের মধ্যে আবুহানীফা, শাফেয়ী, সওরী, আওযায়ী, আহমদ ও আবু সওর উপরিউক্ত অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু হযরত ওমর আর ইমাম মালেক এইরূপ শিরকত সমর্থন করেন নাই।

প্রকৃতপক্ষে শিরকতের হাদীসগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। যাঁহারা ইহাকে জায়েয বলিয়াছেন, হজ্জের কুরবানীর শিরকতের উপর অনুমান করিয়াই বলিয়াছেন।

১০। শাফেয়ী আর হাম্বলীরা বলেন, যাহাদের কুরবানীর উদ্দেশ্য নয়, যাহারা শুধু গোশত খাইতে চায় তাহারাও কুরবানীর পশুতে শরীক হইতে পারিবে। হানাফীগণ বলেন, ফরয নফল যাহাই হোক ছওয়াবের উদ্দেশ্য যাহাদের, তাহারা শরীক হইতে পারিবে। যাহারা কেবল গোশত খাইতে চায় তাহাদিগকে কুরবানীতে শরীক করা চলিবেনা। আর একদল বলেন, সকলের সঙ্কল্প অভিন্ন হওয়া আবশ্যক। যাহারা নযর কিম্বা নফলী কুরবানী পূরণ করিতে চায়, উযিহয়ার কুরবানীতে তাহাদিগকে শরীক করা চলিবেনা আর এই অভিমতই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত।

১১। যে পশুর দন্তোদগম হয় নাই এরূপ পশু কুরবানী দিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।—আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনেমাজাহ।

১২। কুরবানীর পশু মোটা সোটা করিয়া জবহ করা মুস্তাহাব।—বুখারী।

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরবানীর পশুর বর্ণ মেটে অথবা শাদা পসন্দ করিতেন।—আহমদ, হাকিম, বয়হকী ও তবরাণী। ১৪। যে পশু অন্ধ বা কাণা, স্পষ্ট খোঁড়া, পীড়িত আর অস্থিচর্মসার রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার কুরবানী নিষেধ করিয়াছেন—মালিক, আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজা।

১৫। যে পশুর কাণ আর শিং অর্ধেক বা তথোধিক কাটা রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার কুরবানী নিষেধ করিয়াছেন—আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনেমাজা হাকেম ও বয়হকী। ইমাম আহমদের রেওয়ায়তে কোঁচারও উল্লেখ আছে।

১৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) অক্ষত চোখ ও কাণ পশু কুরবানী করিতে আদেশ দিয়াছেন। কানা বা কাণের এক পার্শ্ব বা গোটা কাণ কাটা বা ফাটা পশু কুরবানী দিতে নিষেধ করিয়াছেন—আহমদ আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, হাকিম, বাষ্‌যার, ইবনে হিব্বান ও বয়হকী।

১৭। ইমাম আবু হানীফা বলেন, লেজ আর কাণ এক তৃতীয়াংশ বা তার কম কাটা গেলে কুরবানী জায়েয হইবে—অধিক হইলে নহে—জামে সগীর।

১৮। যে পশুর জন্মগত ভাবে কাণ নাই ইমাম মালিক ও শাফেয়ী তার কুরবানী না-জায়েয আর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম আবু হানীফা জায়েয বলিয়াছেন। জন্মগত শিং-শূন্য পশুর কুরবানী জায়েয—বেদায়াতুল মুজতাহিদ।

১৯। ঈদুল-আযহার নামাযের পূর্বেকার কুরবানী উয্হিয়া বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না—আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও তাহাবী।

২০। কিছু না খাইয়া ঈদুল আযহার জন্য মাঠে বহির্গত হওয়া আর কুরবানীর গোশ্ত দিয়া ইফতার করা মুস্তাহাব—বুখারী, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও বয়হকী।

২১। ঈদের দিনে গোসল ও বৈধ সাজ-সজ্জা করা মুস্তাহাব।—বুখারী ও মুসলিম।

২২। ঈদের নামায শহর বা বস্তীর বাহিরে মুক্ত ময়দানে পড়া মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ (দঃ) আজীবন ঈদ, বকরাঈদের নামায এই ভাবেই পড়িয়াছেন।—আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় প্রবল বৃষ্টির জন্য জীবনে মাত্র একবার মসজিদে নববীতে রসূলুল্লার (দঃ) ঈদ পড়ার যে হাদীসটি রহিয়াছে তাহার সনদ মজহুল। অতএব ময়দান ব্যতীত ঘরে বা মসজিদে ঈদের নামায পড়া বিদ্আত্।

২৩। মেয়েদের জন্য ঈদগাহে যাওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ—বুখারী ও মুসলিম।

২৪। ঈদগাহে যাতায়াতের সময়ে রাস্তা পরিবর্তন করা মুস্তাহাব—বুখারী ও মুসলিম।

২৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) উভয় ঈদের নামাযে প্রথম রাক্আতে ৭ বার আর দ্বিতীয় রাক্আতে ৫বার কিরআতের পূর্বে তক্বীর দিতেন। ইমাম বুখারী এই হাদীসটীকে সহীহ্ বলিয়াছেন—রওযাতুননদীঈয়া।

২৬। সূর্য এক তাল পরিমাণ উপরে উঠার পর হইতে ঈদুল আযহার নামাযের সময় আরম্ভ হয় আর দ্বিপ্রহরে শেষ হইয়া যায়—কেতাবুল উযাহী লিল্ বান্নাহ্।

২৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরবানীর গোশ্ত স্বয়ং খাওয়ার, বিতরণ করার আর সঞ্চয় করার অনুমতি দিয়াছেন—আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী।

২৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ ও হযরত ইবনে উমর বলিয়াছেন, কুরবানীর গোশ্তের এক তৃতীয়াংশ স্বয়ং খাও, এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীকে বণ্টন কর আর এক তৃতীয়াংশ দীন দরিদ্রদিগকে দান কর—মুগ্নী ও মুহাল্লা।

২৯। কুরবানীর নিয়তঃ বিস্মিল্লাহ—আল্লাহু আকবর! হে আল্লাহ, ইহা আপনার জন্য আমার ও আমার পরিবারবর্গের কুরবানী—আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী। ইবনে মাজা, ইবনে আবিশায়বা, আবু ইয়োলা ও তাবরানী।

৩০। রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরবানীর চামড়া দান করিয়া ফেলিতেন।—আহমদ, বুখারী ও মুসলিম।

—আরাফাত হইতে সঙ্কলিত।

(২৯২ পৃষ্ঠার পর)

বেঁধে যেন মরার আগে ধড়ফড়টুকুও করতে না পারে। শুধু কি তাই? আগুনে-পুড়িয়ে শব-সৎকারের এই পূজারীরা আজ জ্যান্ত মুসলমানদেরকে এমন ভাবে অর্গলাবদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে তাদের সৎকার করছে যে তারা ধড়ফড় করারও সুযোগ পাচ্ছে না।

কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা হল এই যে, স্বদেশের মুসলমানদেরকে বলির পাঠার মত যবাই করার পরও মুসলিম বিদ্বেষী ভারত সরকারের বিদ্বেষ-বহ্নি বিন্দু মাত্রায় হ্রাস প্রাপ্ত হয় নি। তাই তারা পাকিস্তানে হিন্দু-নিধনের এক কপোলকল্পিত কাহিনী আবিষ্কার করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন। একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। স্বজাতীর ন্যাক্কারজনক বর্বরোচিত আচরণ ঢেকে রাখবার জন্য নেহরু সরকার যে কৌশলই আবিষ্কার করুক না কেন তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত স্বরূপ আজ দুনয়ার প্রত্যেকটী মানুষের নজরেই পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার মনোমুগ্ধকর নামের আড়ালে ভারতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার যে অবিরাম জেহাদ চল্ছে তা বুঝতে এখন আর কারও বাকী নেই। গণতন্ত্রের লেবেলের অন্তরালে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ভারতে যে কংগ্রেস সরকার তথা পণ্ডিত নেহরুর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তা কাউকে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ক্ষমতার আসনে সমাসীন থেকে একটী মানুষের পক্ষে ক্ষমতামদমত্ত হয়ে উঠা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু নেহরুর একথা স্মরণ রাখা উচিত যে তার চেয়েও বড় ক্ষমতাবান একজন আছেন। তাঁর বিধান অমোঘ। নিরপরাধ মজলুম মুসলমানদের ফরিয়াদ কোন দিনই ব্যর্থ হবে না—হতে পারে না। এ-পাপের প্রায়শ্চিত নেহরু সরকার তথা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠদেরকে করতেই হবে। সম্ভবতঃ এরই সূচনা স্বরূপ ভারতের রাজনৈতিক আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। কে জানে ভারতের বিরুদ্ধে চীনের সমর প্রস্তুতি আল্লাহরই অমোঘ বিধানের প্রথম ঝলক কি না?

www.ahlehadeethbd.org

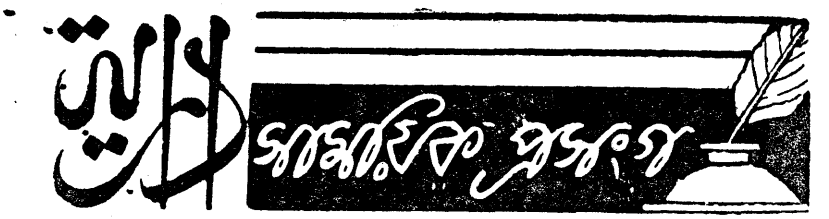

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ঈদে কুরবান

বিশ্ব মুসলিমের আদি-পিতা ইব্রাহীমের (আঃ) ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা নূতন করে স্মরণ করিয়ে দিতে বর্ষ শেষে আবার ফিরে আসল কুরবানীর ঈদ। একদা জনৈক সাহাবী আঁ-হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত কুরবানীর ব্যাপারটা কি?" তিনি উত্তরে বললেন, এটা তোমাদের পিতামহ ইবরাহীমের ত্যাগ ও বিসর্জ্জনের মহান আদর্শের অনুসরণ মাত্র। এই একটী বাক্যের মধ্যে ইবরাহীমের নবুওতী যিন্দেগীর যে বিরাট ইতিহাস লুক্কায়িত রয়েছে তার বিবরণ অতি দীর্ঘ। পুত্র-কুরবানীই ইব্রাহীমের একমাত্র ত্যাগ নয় তবে ত্যাগের চরম অধ্যায় বটে। পর্বত গুহায় অবস্থানরত ইব্রাহীমকে সর্ব প্রথম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল বিবেক ও প্রবৃত্তির মাঝে লড়াই বাধিয়ে। তারপর নিবিড় তিমির সমাকীর্ণ কীটক্রিমি পরিপূর্ণ কালডিয়ার পূতিগন্ধময় পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটনে ব্রতী হয়ে অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে, তারপর জালেম ও অত্যাচারী বাদশাহর সামনে "জীবন-মরণের একাত্র মালিক আমার আল্লাহ"— এ কলেমায়ে হক্ উচ্চারণ করে বাদশাহের হাতে নানাভাবে উৎপীড়িত হয়ে; তারপর সহধর্মিনী- ও সবেমাত্র নীলমণি বার্ধক্যের যষ্টি ইসমাঈলকে নির্বাসনে দিয়ে সত্যের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ার মাধ্যমে এবং সর্বশেষে ইসমাঈলকে আল্লাহর রাস্তায় স্বহস্তে কুরবানী করার জন্য উদ্যত হয়ে। এ সব পরীক্ষার প্রতি সঙ্কেত দিয়েই কুরআনে হাকিম বলেছে, "ইব্রাহীমের প্রতিপালক ইব্রাহীমকে একাধিকবার পরীক্ষা করে নিয়েছেন এবং ইবরাহীম প্রত্যেক পরীক্ষায়ই সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। অতঃপর পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাকে মানব গোষ্টির নেতৃত্ব ও ইমামতের পদে অধিষ্ঠিত করেছেন।"

পরীক্ষার পর পুরস্কার আসে পরীক্ষাকে মোবারকবাদ জানাতে, সাধনার পর সিদ্ধি আসে সাধনাকে আলিঙ্গন করতে। জীবনের বাল্যকাল হতে আরম্ভ করে বার্ধক্যের শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম যে সব কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তারই পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে বিশ্ব মানবের ইমামত দান করা হয়েছিল। বস্তুতঃ ইবরাহীম ছিলেন ইসলাম জগতের আদি-গুরু এবং ইবরাহীমের জীবনই হল মুসলমানদের প্রথম আদর্শ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ, (দঃ) তাঁরই আদর্শ প্রচার করেছেন এবং তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য মুসলিম জগতকে স্বার্থহীন ভাষায় আহ্বান জানিয়ে গেছেন।

ইবরাহীমের আদর্শ হল ইসলাম। ইসলাম শব্দটির অর্থ হল যথাসর্বস্ব ত্যাগ পূর্বক আল্লাহর পবিত্র পায়ে আত্মসমর্পণ করা। ইবরাহীম ছিলেন এ আদর্শের এক জলন্ত উদাহরণ। তাই তাঁকে এ আদর্শের মহা-গুরু বলে আল্-কুরআন উল্লেখ করেছে। আত্মসমর্পণ ও ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়ে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে থাকে

www.ahlehadeethbd.org

তারা আত্ম-প্রবঞ্চনাকারী ছাড়া আর কিছুই নয়। ইবরাহীমকে (আঃ) যখন তাঁর ত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বের নেতৃত্ব দান করা হয়েছিল তখন তিনি স্বীয় বংশধরগণের মধ্যে এ নেতৃত্ব বহাল থাকার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালে আল্লাহ এ কথাই জানিয়েছিলেন যে হক যথাযথভাবে পালন করতে অক্ষম যারা তাদের প্রতি আল্লাহর এ ওয়াদা প্রযোজ্য হবে না।

আজ কুরবানীর এ পবিত্র দিনে এ কথা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন হয়েছে যে আমরা ইবরাহীমের আদর্শ হতে কত দূরে সরে পড়েছি! আর তারই ফল স্বরূপ—আল্লাহর বিধান অনুসারে যদি আমরা বিশ্বের নেতৃত্বদান হতে বঞ্চিত হয়ে থাকি তাহা হলে তাতে দোষ হয়েছি কি?

কুরবানী শব্দটিকে গরু ও ছাগল যবাই করার অর্থে ব্যবহার না করে ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের অর্থে ব্যবহার করতে শিখলে আজও মুসলিম সমাজ বিশ্বের নেতৃত্বদানের যোগ্য হতে পারে—আজ কুরবানীর এ শুভ মুহূর্তে মুসলমানদেরকে শুধু এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

দু'জন গণদরদী নেতার বিদায় গ্রহণ

পূর্ব-পাকিস্তানের মাটী হতে হালে দু'জন গণদরদী নেতা বিদায় গ্রহণ করেছেন। একজনের ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে আর দ্বিতীয় জন গেছেন চিরদিনের জন্য; একজন গেছেন মর্তলোকে আর একজন গেছেন স্বর্গলোকে। এঁদের দুজনেরই বিদায়ে পূর্ব-পাকিস্তানের অগণিত নর-নারী অকাতরে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে। এঁদের মধ্যে যিনি চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেছেন তিনি হলেন পূর্ব-পাকিস্তানের পাঁচ কোটি সন্তানের নয়নমণি শেরে বাংলা জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক। আর যিনি সাময়িকভাবে বিদায় গ্রহণ করেছেন এবং যাঁকে ফিরে পাবার বুকভরা আশা পূর্ব-পাকিস্তানের বাশিন্দাদের অন্তরে এখনও ষোল আনা বিদ্যমান, তিনি হলেন পূর্ব-পাক-গবর্ণর লেঃ জেঃ মুহাম্মদ আজম খাঁ।

ভারতের বিভাগ-পূর্ব ও বিভগোত্তর উভয়কালে প্রায় পাঁচ যুগ ব্যাপী বাংলার হৃতসর্বস্ব মুসলমানদের সর্বাত্মক উন্নতি বিধানের জন্য জনাব হক সাহেব যে খেদমত আনজাম দিয়ে গেছেন তা কেয়ামত পর্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের হৃদয়ে জাগরূক হয়ে থাকবে। হিন্দু-জমিদার কর্তৃক নিপীড়িত, ঋণভারে জর্জরিত সর্বস্বহারা মুসলমানদেরকে ঋণ-দায় হতে মুক্ত করার জন্য তিনি ঋণ-শালিসি বোর্ডের যে ব্যবস্থা চালু করেছিলে তার জন্য বাংলার মুসলমান মাত্রই তাঁর কাছে ঋণী। হিন্দু একনায়কত্বের যুগে গরীব মুসলমানদের হয়ে দু' কথা বলবার যখন কেউ ছিলনা তখন মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য নির্ভিক চিত্তে সমরক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একমাত্র জনাব জফলুল হক। বিপক্ষ দলের বিরাট বাহিনীর মোকাবেলায় একাকী তিনি। তবুও অসীম সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, পিছ-পা হননি একদিনের তরেও। জাতি তাঁর এ নির্ভিকতার স্বীকৃতি দান স্বরূপ তাঁকে "শেরে বাংলা" উপাধি দান করেছিল।

রাজনৈতিক জীবনে শেরে বাংলা যেমন ছিলেন জনদরদী। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন তেমনই গরীব-পরওয়ার। স্কুল-কলেজের খরচ বহনে অসমর্থ ছাত্রদের সাহায্যদানে তিনি ছিলেন সদা উদগ্রীব। এমন কি টাকা পয়সা কর্জ করে নিয়েও তিনি গরীব ছাত্রদেরকে সাহায্য করেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত করে তিনি অশিক্ষিত বাঙ্গালীদের বুকে শিক্ষার যে বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে গেছেন তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জনাব হক সাহেব এদেশের মানুষের শুধু পেটের খোরাক যোগাড় করার ব্যবস্থা করেন নি বরং রূহের খোরাকেরও ব্যবস্থা করে গেছেন।

সারা বাংলার অর্ধউলঙ্গ ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের "মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের" ব্যবস্থা করার জন্য যে শেরে বাংলা জীবন ব্যাপী সংগ্রাম করে গেলেন ভাগ্যের কি পরিহাস তাঁর মৃত্যুর সংগে সংগে তাঁরই পরিবারের সামনে "মোটা ভাত মোটা কাপড়ের" ব্যবস্থা এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার

www.ahlehadeethbd.org

মুসলমানদের কি এ সম্বন্ধে কিছুই করণীয় নাই?

পূর্ব-পাকিস্তানের বিদায়ী গভর্ণর জনাব আজম খাঁ বাংলার বাশিন্দা নন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রেম, ভালবাসা ও অক্লান্ত জন-সেবার দ্বারা এ দেশের মানুষের স্মৃতির মণি কোঠায় স্থায়ী আসন পেতে বসেছেন। তাই তাঁর বিদায় সংবাদে দেশের কোণায় কোণায় শোকের মাতম উঠেছে; লক্ষ লক্ষ নর-নারী বিদায় জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গভর্ণর হাউসে ভীড় জমিয়েছে; তাদের বুক ফাটা কান্নায় গভর্ণর হাউসের বাতাস হাহাকার করে উঠেছে।

যেসব মহৎ গুণের জন্য বিদায়ী গভর্ণর এ দেশের মানুষের হৃদয় রাজ্যে সম্মানের সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েছেন তন্মধ্যে দুর্গতদের সেবা ও ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের সহিত সমান ব্যবহারের গুণই প্রধান। জনাব আজম খাঁ হলেন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের একজন আদর্শবাদী মানুষ। গভর্ণরের আসনে সমাসীন থেকেও তাঁকে বহু নোংরা রিক্সাওয়ালাকে ভাইয়া বলে আলিঙ্গন করতে দেখা গিয়েছে।

জনসেবার মাধ্যমে যাঁরা জনগণের হৃদয় জয় করে থাকেন তাঁদের বিদায়ে—তা সাময়িক হলেও জনগণের বুক ফেটে কান্না এসেই থাকে। তাই আযম খাঁর বিদায়ে জনগণের বুক ফেটে যদি কান্না এসেই থাকে তবে তাতে অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই।

তমদ্দুন গঠনে ভাষার প্রভাব

সম্প্রতি রেডিও পাকিস্তান হতে বাংলায় সংবাদ পরিবেশনের সময় পাকিস্তান বেতারের পরিভাষা হতে ইসলামী শব্দগুলি উধাও হয়ে তথায় ভারতীয় বেতারে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে স্থানলাভ করতে দেখে আমাদের ভবিষ্যৎ তহযীব ও তমদ্দুন সম্পর্কে আশঙ্কিত হয়ে দেশের সুধী সমাজ সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছেন। দেশের জাগ্রত সুধী সমাজকে এজন্য জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

সকলেরই জানা আছে যে, আজাদী লাভের পর হতে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে পূর্ব-পাকিস্তানের সুধী সমাজ এ দেশের নাগরিকদের জীবনের সর্বস্তরে পাকিস্তানী রূপ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে আসছেন। পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত জনসাধারণের ভাষা অনুসন্ধান করে দেখলে জানা যাবে যে, মুসলমান সমাজে প্রচলিত শব্দসমূহের অর্ধেকেরও বেশী আরবী, ফারসী অথবা উর্দু হতে আমদানী হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত শব্দের সমবায়ে যে ভাষা গড়ে উঠেছে সে ভাষাই হচ্ছে প্রকৃতপ্রস্তাবে পূর্ব-পাকিস্তানের সত্যিকার সাধারণের ভাষা। এ পথ ছেড়ে যাঁরা অন্য পথ অবলম্বন করবেন, তাদের ভাষা আর যাই কিছু হোক না কেন, জনসাধারণের ভাষা হতে পারেনা। তাই তা এদেশে অচল হতে বাধ্য আর কোলকাতা বেতার হতে প্রচারিত "মুখ্যমন্ত্রী" ও "আকাশবাণী" মার্কা ভাষা ত' এদেশে শুধু অচলই নয়, বরং বিরূপ সমালোচনার বিষয় বস্তুও বটে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে যে, বাংলা ভাষা শৈশবে মুছলমান বাদশাহ ও আমীর ওমরাহদের সাহায্য সহানুভূতিশীল ছায়ায় পরওয়ারেশ পেয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মুছলমান বাদশাহদেরই উৎসাহে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র প্রমুখ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ এ ঐতিহাসিক সত্য মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

বখতিয়ার খালজীর বাংলা বিজয়ের পর বাংলা ভাষার সহিত আরবী ও ফার্সীর সংযোগ সাধিত হয় এবং সেই হতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার দরবারে মুছলি। তাহযীব ও তমদ্দুন সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার আরবী ও ফার্সী শব্দ স্থায়ীভাবে আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

এদেশে মুছলমানী আমলে ফার্সী ভাষা ছিল রাজ ভাষা আর সরকারী ভাষা দুইই। তাই সরকারী অফিস আদালতে আরবী ফার্সী শব্দের আজও রয়েছে প্রাচুর্য ও সাবলীল সৌন্দর্য। দেওয়ানী ফৌজদারীতে মুনসেফ, হাকেম, ওকিল-মোখতার, নাযির-পেশকার সওয়াল-জওয়াব, দলীল-দস্তাবেয রায়-ফয়সালা, দরখাস্ত সেনাক্ত, সাক্ষী সাবুদ, মামলা মকদ্দমা, দরখাস্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরযী, মুহুরী (মুহারীর শব্দের অপভ্রংশ), মুলতবী ইত্যাদি শব্দ আজও হিন্দু মুছলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালীকে বে-দেরেগ উচ্চারণ করতে দেখা যায়।

জমিদারী সেরেস্তায়ঃ—নায়েব-তহশীলদার, যমি-যিরাত (যিরা'আত শব্দের অপভ্রংশ), পাট্টা কবুলিয়ত, দলিল-ফারক, মওকসী-মকর্‌রারী, খাযনা-তহশীল, আবওয়াব, হাল-বকেয়া, কাছারী, জমিদারী তালকদারী ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বাঙলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব জমিদার, তালুকদার, ইজারাদারগণ তাদের লেন-দেন আদায়-অসুল করে হালে ১৯৫৪ পর্যন্ত তাঁদের শান-শওকত বহাল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিয়ে-শাদীর মওকা মজলিশেঃ—দুলহা-দুলহন, আকদ-নিকাহ, শাদী-বিয়া, ইজাব-কবুল, মোহর-কাবীন, ওলিমা-তাআমদারী ইত্যাদি শব্দ আজও বাংগালী মুসলমানের বিবাহ মজলিশে বহাল তবিয়তে বিরাজ ক'রে একদিকে মজলিসের রওনক বৃদ্ধি করছে আর অপর দিকে বরাতদিগকে জানাচ্ছে "খোশ-আমদেদ" "খোশ-আমদেদ"।

পূর্ব-পাকিস্তানের সংখাগরিষ্ঠদের আর একটি প্রাত্যাহিক কাজ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচবার মসজিদে হাজিরা দেওয়া। সেখানেও দেখতে পাওয়া যায় নামায-রোযা, কেরাত-তেলাওয়াত, তসবীহ-তহলীল রুকু-কেয়াম ইত্যাদি শব্দের সমাবেশ, নামাযের পরিবর্তে প্রার্থনা, রোযার পরিবর্তে উপবাস, কেরাতের পরি-বর্তে পঠন, সেজদার পরিবর্তে ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত শুধু বিদ্‌ঘুটেই হবেনা বরং উদ্ভট সৃষ্টি বলে পরিত্যক্ত হবে—হতে বাধ্য।

ফলকথা হল এই যে, পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করতে হলে এ দেশের সংখা-গরিষ্ঠদের তহযীব তমদ্দুনের প্রতি লক্ষ্য রেখে জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত শব্দগুলি চয়ন পূর্বক তারই উপরে ভিত্তি করে ভাষা গড়ে তুলতে হবে। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করে পাকিস্তানের সাহিত্যিক কবি ও লেখকদেরকে স্বকীয়তা ফুটিয়ে তোলার জন্য পুরা মাত্রায় কোশেশ করতে হবে। বলা বাহুল্য, বেতারের মত একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমের এই প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা ভবিষ্যতে তাঁদের দায়িত্ব সচেতন হবেন বলেই আশা করি।

ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ ভারত

সম্প্রতি ভারত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আর এক দফা আবাল বৃদ্ধ বণিতা নির্বিশেষে মুসলিম নিধন, বালিকা হরণ মুসলিম গৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় বর্বরোচিত কার্য কলাপ, নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। জানা গিয়েছে, দাঙ্গা দমনে প্রেরিত গুর্খা সৈন্যগণ মুসল-মানদেরকে রক্ষার পরিবর্তে নিজেরাই মুসলমানদের বাড়ীতে লুটতরাজ এবং তাদের হত্যায় অংশ গ্রহণ করেছে। খবরে একথাও বলা হয়েছে যে, স্থানীয় পুলিশ দাঙ্গার অভিযোগে হিন্দু গুণ্ডাদের পরিবর্তে নিরীহ মুসলমানদেরকেই গ্রেরেফ্‌তার করেছে!

ধর্ম নিরপেক্ষতার পূর্ণ প্রতীক ভারতে এমন বর্বরোচিত কার্যের কোন দিনই অভাব ঘটেনি। অহিংস নীতির এই ধ্বজাধারীদের দেশে মুসলিম নিধন-যজ্ঞ কোন দিনই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি। গণতন্ত্রের এই তথাকথিত উননার্গগামীদের দেশে সংখ্যালঘু মুসল-মানেরা কোন দিনই নিজেদেরকে স্বাধীন বলে অনুভব করতে পারেনি। একথা ভারত বিভাগের পূর্বেও যেমন সত্য ছিল ভারত বিভাগের পরও ঠিক তেমনই রয়েছে। বিভাগ পূর্বকালে মুসলমানদের প্রত্যেকটি উৎসবে, বিশেষ করে কুরবানীর উৎসবে ভারতের কোন না কোন অংশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা অবশ্য অবশ্যই বাধত। আর তাতে বেশীর ভাগ আহুতি দিতে হত মুসলমানদেরকে জান-মাল ইজ্জত দিয়ে। আজও ঠিক তাই করতে হচ্ছে। তবে বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগোত্তর কালের তফাত হল এই যে, বিভাগ পূর্বকালে দু' দলে দাঙ্গা হত আর আজ দাঙ্গা হচ্ছে এক তরফা। বিভাগ পূর্ব কালে মুসলমানেরা মরত বটে। কিন্তু মরার আগে দু' টো দিয়ে মরার জন্য হস্ত পদাদি সঞ্চালিত করত আর আজ তাদের জবাই করা হচ্ছে হাত-পা মজবুত করে রশি দিয়ে

(২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org